প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি রাজা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

সূচনা

সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান হিসেবে জন্মে বড়ো হ'তে হ'তে নিজের শ্রেণীর মানুষদের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে তাঁর। একটি কবিতায় এরকম একবার লিখেছিলেন তিনি।

তাঁর কবিতার ভাষা স্পষ্ট, সাজগোজ কম, জোরালো-রকম তীক্ষ্ণ, কিছু-কিছু তির্যক আর ঘৃণাছিটোনো, তিক্ততার।

কবিতা আর গান পৃথকভাবে সাজানো হয়নি এখানে, কেননা তাঁর গানগুলিও কবিতারই এক নতুন মাত্রা।

সুব্রত রুদ্র

সূচিপত্র

বিষ্ণু দে

উত্তরপুরুষ কে

১

সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে।
অকপট কথা আজ অদ্ভুত শোনায়। আজ প্রসন্ন মুখের অর্থ
নির্মম হৃদয়। আজ যে হাসতে পারে
সে বুঝি বা শোনে নি এখনও
ভীষণ সেই সব সংবাদ।

আমাদের এ কী যুগ!
যখন গাছপালার কথা বলা যায় একটা অপরাধ,
কারণ তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো একরকম নীরবতাই বটে।
আর আজ পথে-ঘাটে যে লোক চলতে পারে শান্তি, স্থির ভাবে,
সত্যই সে আছে তার দুস্থ অসহায়
বন্ধুদের নাগালের বাইরে।

কথাটা সত্য যদি বলো: আমি খেটে খাই।
কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা দৈবাৎ ঘটনা।
আমার জীবিকা যাই হোক, তাতে আমার বাঁচার অধিকার বর্তায় না।
বেঁচে থাকাটাই একটা আকস্মিক ব্যাপার (কপাল যদি ভাঙে তবেই গিয়েছি)

ওরা বলে: খাও দাও। খুশি থাকো যে খেতে পরতে পাচ্ছ।
কিন্তু কোন মুখেই বা খাই-দাই
যখন আমার অন্ন ক্ষুধার্তের মুখ থেকে ছিনিয়ে যোগাড় করা
যখন আমার জলের গেলাসে তৃষিতের অধিকার!
তবু খাই-দাই।
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তো আমিও হতে চাই।

প্রাচীন পুঁথিতে লিখেছে প্রজ্ঞা কি বস্তু :
বিশ্বের যা কিছু দ্বন্দ্বময় তার থেকে দূরে থেকো, কাটাও
তোমার কালটুকু কাউকে ভয় না করে,
হিংসা-প্রয়োগ বিনা,
যা সৎ তা ফিরিয়ে দাও অসৎকে হাতবদলে
আকাঙ্ক্ষার তুষ্টি নাও, বিস্মৃতিতে
প্রজ্ঞার সাধনা—এর কিছুই আমার সাধ্য নয়
সত্য বটে, আমি আছি অন্ধকার যুগে।

২

শহরে আমার আসা বিশৃঙ্খলার সময়ে
যখন ক্ষুধাই রাজা।
মানুষের মধ্যে আমার মেলামেশা গণ-উত্থানের লগ্নে।
আর আমিও যে বিদ্রোহী।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমার খাওয়া-দাওয়া সারতে হয়েছে হত্যাতাণ্ডবের ফাঁকে ফাঁকে,
আমার ঘুমের গায়ে পড়েছে খুনখরাবির ছায়া,
আমার প্রেমের মধ্যে তাই তো এসেছে শৈথিল্য,
নিজের স্বভাব নিয়ে আমি বোধ করেছি অধৈর্য।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমাদের যুগে পথের শেষ হয় চোরাবালিতে।
আমার বাক্‌শক্তিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে কসাইয়ের হাতে।
অল্প আমার ক্ষমতা। কিন্তু আমি না থাকলে
শাসকেরা আরো নিশ্চিন্ত হত। এই অন্তত ছিল আমার আশা।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

৩

তোমরা যারা বেরিয়ে আসবে এ বন্যা থেকে
যাতে আমরা ডুবছি,
ভেবে দেখো,
যখন তোমরা আমাদের দোষত্রুটির হিসাব করবে, তখন ভেবো
এই অন্ধকার যুগের কথাটাও
যার জঠরের ব্যথায় এদের জন্ম।
কারণ আমরা দেশ পালটেছি জুতার পাটির চেয়ে বেশিবার,
বাধ্য হয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে, মরিয়া ব্যথায়,
যখন অন্যায় ছিল, ছিল না তার প্রতিরোধ।
কারণ আমরা ভালোই জেনেছিলুম
দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণায় ললাট হয়ে ওঠে
নির্মম কঠিন :
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে রাগ তাতেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে
কর্কশ। হায় রে ! আমরা
যারা প্রাণ দিতে গেছি দয়ামায়ার বনিয়াদ গড়বার জন্য,
আমরা নিজেরা দয়ামায়া রাখতে পারি নি।

তবুও, তোমরা, যেদিন শেষটায় সহজ হবে
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া,
সেদিন তোমরা আমাদের বিচার কোরো না
খুব একটা কর্কশভাবে।

লোহা

কাল রাত্রে স্বপ্নে
দেখি মহা ঝড় উঠেছে।
চেপে ধরল মাচা-মাচান্

ছিঁড়ে দিলে সব
নিরেট লোহার থামবরগা।
কিন্তু যা কিছু ছিল কাঠের তৈরি
নুয়ে পড়ল আর থেকে গেল।

চাকা পালটানো

পথের ধারের পাড়ে উঠে বসে আছি।
ড্রাইভার একটা চাকা পালটাচ্ছে।
যেখান থেকে আমি আসছি, সেটা আমার পছন্দ ছিল না
যে জায়গায় যাচ্ছি, তাও আমার পছন্দ নয়।
লোকটি চাকা পালটাচ্ছে,
তার দিকে কেন আমি তাকিয়ে আছি
অধীর আগ্রহে?

বাগানে জলসিঞ্চন বিষয়ে

আহা! বাগানে জলসিঞ্চন, সবুজকে উৎসাহিত করা!
তৃষ্ণার্ত গাছকে জলদান! দাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাও
আর ঝোপ-ঝাড়দেরও ভুলো না;
এমনকি যাদের ফল ধরে না কিংবা যারা
অবসন্ন, ক্ষীয়মান, তাদেরও। আর দেখো, যেন বাদ না পড়ে
ফুলের মধ্যে মধ্যে আগাছাগুলো—তারাও
তৃষ্ণার্ত। সিঞ্চিত কোরো না
কেবলমাত্র ঘাসজমির তাজা অংশে অথবা শুধুমাত্র দগ্ধ দিকটায়;
নাঙ্গা মাটিও চায় সযত্নে চাঙ্গা হতে।

জেনারেল

জেনারেল, তোমার ঐ ট্যাংটা জব্বর গাড়ি বটে।
একটা গোটা অরণ্য ও ছারখার করতে পারে, ছাতু করতে পারে
একশো মানুষকে।
কিন্তু ওর একটি গলদ :
ওকে চালাবার জন্যে লাগে মানুষ।

জেনারেল. তোমার বোমারু বিমানটা জব্বর।
বাতাসের চেয়ে জোর ওর ছুট, ভার বইতে পারে হাতীর
চেয়ে বেশি
কিন্তু ওর একটি গলদ :
ওর মিস্ত্রি মজুর লাগে।

জেনারেল, মানুষ জীবটি বেশ কাজের।
সে উড়তে ওস্তাদ, সে মারতেও ওস্তাদ।
কিন্তু তার একটি গলদ :
সে ভাবতেও পারে।

ছাত্র বিনা শিক্ষাদান বিষয়ে

ছাত্র বিনা শিক্ষা দেওয়া
নামডাক বিনা লিখে যাওয়া
সে বড়ো কঠিন কাজ।

বেশ হয় যদি সকালে বেরিয়ে পড়া যায়
তোমার নতুন লেখা পাতা কটি নিয়ে
অপেক্ষমান মুদ্রাকরের কাছে. পার হ'য়ে গুঞ্জরিত বাজার

যেখানে বিক্রি করে মাছমাংস আর মজুরদের যন্ত্রপাতি :
তোমার বিক্রির জিনিস হ'ল বাক্য ।

চালকটি জোরসে হাঁকিয়ে গেছে,
সকালে তার আর খাওয়া হয়নি
প্রত্যেকটি বাঁকে ছিল বিপদের আশঙ্কা
ত্বরিতে ফটক পার হ'য়ে ও
যাকে তুলে নিতে এসেছিল
সে আগেই বেরিয়ে পড়েছে ।

ঐ তো লোকটি কথা ব'লে যাচ্ছে যার কথা কেউ শোনে না
ও বড়ো চড়া গলায় কথা বলে
আর পুনরাবৃত্তি করে একই কথার ।
ও যা বলে তা ভুল :
কিন্তু কেউ ওকে শুধরেও দেয় না ।

প্রেমিকেরা

দেখ বন্য বলাকার ঝাঁক ঐ উধাও বিরাট বৃত্তে ।
মেঘমালা পিছে তারা ফেলে যায়, পেলব কোমল
সেই মেঘেরাই ভেসে ভেসে চলে তাদেরই পাখার ছন্দে
যখন চলিষ্ণু তারা পুরনো জীবন ফেলে অন্য এক খোঁজে ।

ওরা দুই দল উড়ে চলে একই উর্ধ্বতায় আর একই বেগে,
মনে হয় যেন কোনো যোগাযোগে উভয়ত প্রাসঙ্গিকতায় ।

থাকে থাকে মেঘ আর বন্য পাখী কি সম্ভাবে ওড়ে
মধুময় আকাশের মিলিত সম্ভোগে, ক্ষিপ্র অতিক্রমে

ক্রমান্বয়ে, থমকায় না কেউ কোনোখানে কোনো ফাঁকে,
কোনো দিকে তাকায় না ফিরে, শুধু পরস্পরে দেখে পরস্পর
আন্দোলিত কি ভাবে বাতাসে কেবা, প্রত্যেকেই বোঝে অনুভবে
বাতাসও তাদের গায়ে গায়ে সঙ্গী যেমন তারাও সান্নিধ্যে উড্ডীন।
সুতরাং যতই না বাতাস তাদের শূন্যে ঠেলে দেয়
তারা যদি কেউ না বদলায়, কিংবা ছত্রভঙ্গ ভাঙে নাকো,
ততক্ষণ তাদের অঙ্গ যে স্পর্শ করে, এত শক্তি কারো নেই,
ততক্ষণ তারা শুধু বিতাড়িত দুনিয়ার সব ঠাঁই থেকে
যেখানেই ঝড় কিংবা গোলাগুলি প্রতিধ্বনিতে মুখর।

তাই তো সূর্যের আর চাঁদের অভিন্নপ্রায়, প্রায়-একাকার
মুখের তলায় তারা উড়ে চলে পরস্পর মিলে পরস্পর।
যায় কোথা ?—কোথাও না। কার থেকে কি থেকে পালায় ?
—তোমাদের সকলেরই।

তবু বারম্বার

তবু বারম্বার প্রেমের নিসর্গ দৃশ্য আমাদের খুবই চেনা,
করুণ নামের স্মৃতিবহ ছোটো মঠের আঙিনা,
আর সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধ খাদ, যেইখানে আর সব শেষ—
সেইখানে বারম্বার আমরা একত্রে দোঁহে যাই
প্রাচীন কদম্বতলে, আমাদের শয়ন বিছাই
রক্তকরবীতে, দোঁহে আকাশের মুখোমুখি থাকি নির্নিমেষ।

উপহার

সৈনিকবধূ অবাক, খুলল মোড়া
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ্ !
উঁচু খুরওলা জুতা এ যে এক জোড়া—
অবাক করলে পুরনো শহর প্রাগ্ !
সৈনিকবধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগরপারের অস্‌লো পাঠা কিবা ?
পাঠিয়েছে স্বামী সরেস লোমের টুপি—
ফুর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিকবধূ অবাক নয়নে দেখে,
এমস্টার্‌ডাম্ পয়সার দেশ বটে,
হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
শাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।
সৈনিকবধূ অবাক হ'য়েই থাকে,
ব্রাসেল্‌স্ শহর বড়োই সে সৌখীন !
দামী দামী লেস্ ব্রাসেল্‌স্ পাঠায় ডাকে-
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন !

সৈনিকবধূ বিস্মিত, ভাবে বামা
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশন-স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ সখ জেগেছে কত না বার !
সৈনিকবধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,
পাঠায় আবার স্বামী তারে খুঁজে খুঁজে
নক্শার কাজ, রঙের কি সে বাহার !

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে এ
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !

জেনির গান

মহাশয়গণ, মা একবার মুখের উপরে
শাপান্ত করেন আমায়,
বলেন, তোর পরিণতি সেই লাশকাটা ঘরে
কিংবা আরও কুৎসিত কোনো জায়গায়।
মুখের কথা সহজ ব'লে
ওতে কান দিইনি আমি
কথায় কাত হবার পাত্রী আমি নই,
সময় আস্থক, দেখবে কী হই আমি,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন, এ তো হক্ কথা,
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

মহাশয়গণ, বন্ধু একটি ছিল একদা,
বলতো সে সর্বদা
'পীরিতির বড়ো কিছু নেই পৃথিবীতে',
আর, 'শুধু অন্যকার কথা ভাবা যাক।'
ওহো সখা, কথাটা বলা সহজ বটে,
কিন্তু যৌবন ব'য়ে যায়
তখন বিছানাই জীবনের সবটা নয়।
হাতে সময় কম, কাজে লাগানো চাই সময়কে,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন, এ তো হক্ কথা
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

রণেশ দাশগুপ্ত

প্যারির বিপ্লবী শ্রমিকদের ঘোষণা

'হে বন্দীরা কারা আসছে তোমাদের
মুক্ত করতে?
যারা আসছে তারা তোমাদের
দাসত্বে শরিক
যন্ত্রণায় অংশীদার।
তারা দেখতে পাবে তোমরা ঘর্মাক্ত
তোমাদের ওপর জগদ্দল চাপ।
এমন দৃষ্টি যাদের তবু তারাই
তোমাদের দেখতে অভিলাষী।
শুধু তারাই করবে তোমাদের মুক্ত।
হয় আমরা সকলে
নয়তো কেউ নয়।
হয় কিছুই পাবো না,
নয়তো সবকিছু পাবো।
বেয়নেটই হোক অথবা ডাণ্ডাবেড়ী হোক
আমরা মানব না কিছুই।
হয় আমরা সকলে, নয়তো কেউ নয়।
কোনো কিছুই নয় অথবা সব কিছুই।
হে নিপীড়িতের দল,
তোমাদের জন্যে কারা বদলা নেবে?
বদলা নেবে তারা
যাদের অত্যাচারীরা রেখেছিল দাবিয়ে।
অভ্যুত্থানের সারিতে এসে দাঁড়াও তোমরা
যোগ দাও তোমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গী ভাইদের সঙ্গে।
আমরা সবাই মিলে বদলা নেবো।
আমরা সবাই, অথবা কেউ নয়।

কোনো কিছুই নয়, অথবা সব কিছুই।
কারুর একার সাধ্য নেই অবস্থাকে ফেরাবে।
বেয়নেটই হোক অথবা ডাণ্ডাবেড়ী হোক মেনো না
হে বুভুক্ষুরা, তোমরা তারা
যারা সাহস করলেই সব কিছু ঘটাবে।
যে মানুষটি আর বইতে পারছে না তার বোঝাকে,
সে যোগ দিক তাদের সঙ্গে
যারা ভাইদের কাঁধে কাঁধ দেয়।
আজই একথাটা ঠিক করে নিতে হবে,
যন্ত্রণা আর দুঃখের শেষ করতে হবে আজই,
আগামীকাল নয়।'

ছেঁড়া ন্যাকড়া আর ওভারকোটের গান

যখনই আমাদের ওভারকোট শতচ্ছিন্ন
তুমি দৌড়ে এসে বলো : এভাবে আর চলতে পারে না,
সম্ভাব্য সকল রকমে তোমাদের সাহায্য করা উচিত।
এবং, খুব উৎসাহের সঙ্গে, তুমি ছুটে যাও কর্তাব্যক্তিদের কাছে
আমরা তখন শীতে প্রায় জমে গিয়ে অপেক্ষা করছি।
তুমি ফিরে এলে এবং বিজয়ীর মতোই দেখিয়ে দিলে
আমাদের জন্যে তুমি কী জয় ক'রে নিয়ে এসেছ :
এক টুকরো ন্যাকড়া।
বেশ, ওই ন্যাকড়া তো ঠিকই আছে
কিন্তু কোথায়
সেই সম্পূর্ণ কোট ?
যখনই ক্ষুধার্ত হয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকি
তুমি দৌড়ে এসে বলো : এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না,
সম্ভাব্য সব রকমেই তোমাদের সাহায্য করা উচিত।
এবং, উৎসাহের সঙ্গে, তুমি ছুটে যাও কর্তাব্যক্তিদের কাছে,
আমরা তখন উপোস দিয়ে অপেক্ষা করছি।
তুমি ফিরে এলে এবং বিজয়ীর ভঙ্গীতে দেখিয়ে দিলে
আমাদের জন্যে তুমি কী জয় ক'রে নিয়ে এসেছ :
এক টুকরো রুটি।
বেশ, ওই রুটির টুকরো তো ঠিকই আছে
কিন্তু কোথায় সেই গোটা রুটিটা ?
ছেঁড়া ন্যাকড়ার চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমরা চেয়েছি,
সমগ্র ওভারকোটটাই আমাদের দরকার,
রুটির একটি টুকরোর চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমাদের প্রয়োজন
গোটা রুটিটাই আমাদের দরকার।
আমরা কাজের চেয়েও অনেক বেশী কিছু চাই

আমরা চাই সমগ্র কারখানা আর কয়লা আর আকর ধাতু
রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা
বেশ তো এই সবই তো আমরা চাই
কিন্তু তুমি
কী আমাদের দিতে চাচ্ছ ?

শিখে নিতে হবে সব

সবচেয়ে সাধারণ জিনিসগুলি শিখে নাও। তোমার জন্যেও,
যার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,
এখনও খুব দেরী হয়ে যায়নি !

তোমরা ক খ গ শিখে নাও, যদিও যথেষ্ট নয়,
কিন্তু শিখে নাও ওগুলি ! শিখতে ভয় পেও না,
শুরু করো ! তোমাকে সব কিছুই জানতে হবে !
তোমাকে যে ভার নিতে হবে নেতৃত্বের !

যে মানুষ পাগলা গারদে আছ, শিখে নাও !
যে মানুষ আছ কয়েদখানায়, শিখে নাও !
যে গৃহিণী রয়েছ রান্নাঘরে, শিখে নাও !
ষাট বছরের মানুষ, শিখে নাও !
তোমরা যারা হাঘরে, খুঁজে বার কর বিদ্যালয় !
যারা কাঁপছ তারা তীক্ষ্ণ করো তোমাদের বুদ্ধিকে !
উপোসী মানুষ, বই হাতে নাও, এ এক অস্ত্র।
তোমাকেই যে ভার নিতে হবে নেতৃত্বের।

প্রশ্ন করতে ভয় পেয়ো না, ভাই !
অন্যের দ্বারা চালিত হ'য়ো না,

তুমি নিজেই সব দেখেশুনে নাও !
তুমি যা নিজে জান না
তা জান না।
সব গুনে গুনে হিসেব কষে নাও
তোমাকেই সব পাওনা মেটাতে হবে।
প্রতিটি বিষয়ের ওপর রাখো তোমার আঙুল,
জিজ্ঞেস কর : এটা এখানে এলো কীভাবে ?
তোমাকেই যে নিতে হবে নেতৃত্ব।

সবাই একসঙ্গে অথবা কেউ নয়

ক্রীতদাস, কে তোমাকে মুক্তি দেবে ?
যারা এখনো রয়েছে গভীরতম অন্ধকারে,
বন্ধু , তারাই শুধু তোমাকে দেখতে পায়,
শুধু তারাই শুনতে পায় তোমার কান্না,
বন্ধু, শুধু তারাই তোমাকে মুক্তি দিতে পারে।
হয় সবকিছু নয়তো কিছুই নয়, হয় আমাদের সবাই
নয়তো কেউই নয়,
শুধু একজন হলে তার কপাল ভালো হতে পারে না।
বন্দুক অথবা শৃঙ্খল
হয় সব কিছু নয়তো কিছুই নয়। হয় সবাই নয়তো কেউ-ই নয়।

যে-তুমি উপবাসে আছো কে তোমাকে খেতে দেবে ?
যদি রুটির জন্যেই তোমার আকাঙ্ক্ষা,
আমাদের কাছে এসো, আমরাও উপবাসে আছি,
আমাদের কাছে এসো ; তোমাকে চালিয়ে নিতে দাও।
শুধু উপোসী মানুষরাই তোমাকে মুক্ত করতে পারে।
হয় সব নয়তো কিছুই নয়। সবাই একসঙ্গে অথবা কেউ-ই নয়।

একা একা কেউই নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না।
বন্দুক অথবা শৃঙ্খল
সব কিছু অথবা কিছুই নয়। সবাই একসঙ্গে অথবা কেউ-ই নয়।

মারখাওয়া মানুষ, কে তোমার হয়ে প্রতিশোধ নেবে?
তুমি, যার ওপর পড়ছে আঘাতের পর আঘাত,
শোনো, তোমার আহত ভাইদের আহ্বান।
দুর্বলতা দিচ্ছে আমাদের তোমাকে চালনা করবার শক্তি
বন্ধু, এসো, আমরা তোমার হ'য়ে প্রতিহিংসা নেব।

হয় সব কিছু নয়তো কিছুই নয়। সবাই একসঙ্গে অথবা কেউ-ই নয়।
একা-একা কেউ নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না
বন্দুক অথবা শৃঙ্খল
সব অথবা কিছুই নয়। একসঙ্গে অথবা কেউ নয়।
কে সেই অধঃপতিত ব্যক্তি যে এরকম সাহসী হবে?
সেই লোকই যে আর সহ্য করতে পারছে না
গুণে যায় আঘাতের পর আঘাতগুলোকে
যা দৃঢ়বদ্ধ ক'রে তোলে
তার মেজাজকে,
প্রয়োজন আর দুঃখ দিয়ে সময়কে শিখিয়ে নেয়
আঘাত কর আজকেই কালকে নয়।
হয় সব কিছু নয়তো কিছুই নয়। সবাই অথবা কেউ নয়।
একা একা কেউ নিজের ভালো করতে পারে না।
বন্দুক অথবা শৃঙ্খল।
হয় সব কিছু নয়তো কিছুই নয়। সবাই একসঙ্গে নয়তো কেউ-ই নয়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনৈক শ্রমিক ইতিহাস পড়ছে

কারা বানিয়েছিল থিব্‌স্‌-এর সাতটা তোরণ ?
বইগুলি তো শুধু রাজাদের নামে ছয়লাপ।
রাজারাই কি বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই
                    পাহাড়-পর্বত ভেঙে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল ?
আর ব্যাবিলন, কতবার-যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ;
কারা শহরটাকে প্রত্যেকবার আবার নতুন করে বানিয়েছিল ?
সোনায় ঝকমক করা লিমা শহরের কোথায় কি রকম বাড়িঘরগুলিতে
তারা বাস করতো, যারা ঐ শহরটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ধোপদুরস্ত করেছে ?
চীনের প্রাচীরের শেষ ইঁটটি যেদিন গাঁথা হলো
সেই সন্ধ্যায় রাজ-মিস্ত্রীরা কোথায় তাদের আস্তানা খুঁজতে গিয়েছিল ?
সার্বভৌম রোমে তো বিজয়তোরণের ছড়াছড়ি ;
কারা তাদের বানিয়েছিল ? কাদের ওপর সিজারেরা মাতব্বরী করতো ?
বাইজেনটিয়ামকে নিয়ে কত গান, কত প্রশস্তি,
সেখানকার বাড়িঘরগুলি সবই কি প্রাসাদবাড়ি ছিল ?
আর, এমনকি উপকথার অ্যাটলান্টিস-এ
                    যে রাত্রে সমুদ্র তার সংহার মূর্তি ধরেছিল
ডুবন্ত মানুষগুলি তখনও ষাঁড়ের মতো চিৎকার ক'রে
তাদের ক্রীতদাসদের ডাকছিল। কিন্তু কেন ডাকছিল ?

যুবক আলেকজান্দার ভারত জয় করেছিল।
সে একাই ?
সিজার গল্‌দের যুদ্ধে হারিয়েছে।
তার সেনাবাহিনীতে কি একজন রাঁধুনীও ছিল না ?
স্পেনের যুদ্ধজাহাজগুলি একটার পর একটা জলে ডুবে যাবার পর
যখন তাদের আর কোনো চিহ্নই রইলো না,
রাজা ফিলিপ তখন খুব কান্নাকাটি করেছিল।

সে কি একাই কেঁদেছিল ?
সাত বছরের যুদ্ধ ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছে।
ঐ যুদ্ধে আর যারা জিতেছিল, তারাই বা কিরকম মানুষ ?

প্রতিটি পৃষ্ঠা একটি করে জয়ের কাহিনী,
কাদের বিনিময়ে ঐ সব বিজয়-উৎসব ?
প্রত্যেক দশ বছরে একজন করে মহাপুরুষ,
কীর্তনীয়দের পাওনা মিটিয়েছে কারা ?

অনেক-কিছু জানার।
অনেকগুলি প্রশ্ন।

যারা টেবিল থেকে মাংসের ভাগ তুলে নেয়

অল্পে তুষ্ট হতে শেখাও।
যাদের কাঁধে চাপানো হয়েছে খাজনার পাহাড়
তাদের কাছে দাবী করো আত্মত্যাগ।
যারা আকণ্ঠ গিলছো, তারা ক্ষুধার্তদের বাণী দাও,
তোফা দিন আসছে।
যারা দেশকে জাহান্নামে পাঠিয়েছো, গলা উঁচিয়ে বলো-
সাধারণ মানুষের পক্ষে দেশ শাসন ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অজেয় লিপি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান কার্লো'র ইতালীয় জেলখানার একটি কুঠুরিতে
আটক সৈনিক, মাতাল আর চোরদের সঙ্গে
ছিল এক সমাজতন্ত্রী সৈনিক।
রঙিন পেন্সিল দিয়ে ঘরের দেয়ালে সে লিখে বসল হঠাৎ :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
ছোট্ট কুঠুরির আলো-আঁধারিতে দেখা যায় কী যায় না
বড় বড় কয়েকটা হরফ।
কারারক্ষকের দল যখন দেখল লেখাটা
ওরা পাঠিয়ে দিল এক বালতি চুনসহ একজন চিত্রীকে,
ছোট্ট বালতি তুলে দিয়ে সে চুনকাম করে দিল ভয়ংকর ওই লিপির ওপর
কিন্তু শুধু হরফগুলোর ওপর চুনকাম করায়
কুঠুরীর দেয়ালে চুনের অক্ষর ফুটে উঠল এখন :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
অতএব এল দ্বিতীয় চিত্রী, চওড়া তুলিতে সারা দেয়ালটাই
চুনকাম করে দিল সে
ফলে কয়েক ঘণ্টা চাপা রইল লেখাটা, ফের সকালবেলায়
চুন শুকোতে লিপিটা ফুটে উঠল জ্বলজ্বল করে :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
কারারক্ষরা এবার পাঠাল ছুরি-হাতে এক রাজমিস্ত্রীকে
দেয়াললিপির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায়।
ঘণ্টাখানেক ধরে একটি-একটি করে অক্ষর চেঁছে তুলল মিস্ত্রি।
কাজ শেষ হল যখন, দেখা গেল কুঠুরীর দেয়ালে বর্ণহীন, তবু
গভীরভাবে খোদাই-করা রয়েছে সেই অজেয় লিপি :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
সৈনিকের মন্তব্য : এবার দেয়ালটাকেই উড়িয়ে দাও।

'গ্যালিলিও চরিত' নাটক থেকে

১

সন ষোলশ' নয়,
শুরু হল বিজ্ঞানের জয় !
পাদুয়া নগরের ভাঙাঘর
গ্যালিলিও গ্যালিলেই প্রমাণে বদ্ধপরিকর—
সূর্য স্থির, পৃথিবী সতত সঞ্চর।

২

পুরাতন বলে, যেমন আছি, তেমনি ছিলাম সব সময়।
নূতন বলে, কাজের যদি না, হয়েছে তোমার যাবার সময়।

'খড়ির গণ্ডি'র গান

মহান শিশু

একদা,
যখন রক্তমেখো ঘামার দিন ছিল,
যখন এ শহরটাকে
বলা হত অভিশপ্ত,
তখন এখানে ছিল এক নগর-কোটাল।
তার নাম ছিল জর্জি আবাশভিলি—
একদা।
লোকটা বড়লোক ছিল ভারি,
ভারি সুন্দরী তার বৌ ছিল,

মোটাশোটা গোলগাল ছেলে ছিল,
একদা।
সারা প্রুসিনিয়াতে
আর একটাও কোটাল ছিল না,
যার অত হাতীশালে হাতী আর
ঘোড়াশালে ঘোড়া।
দোরগোড়ায় অত ভিখিরি আর
এত সেপাই সামন্ত—
এত খপরদারি করার লোক।
একদা—
জর্জি আবাশভিলিকে আর কি করে
বর্ণনা করি?
চুটিয়ে ও জীবনকে ভোগ করে গেছিল।
এক ইস্টারের রোববার সকালে সেই কোটাল
তার এণ্ডাবাচ্চা নিয়ে চার্চে গেছিল
একদা।

উৎপল দত্ত

শেক্সপিয়রের হ্যামলেট প্রসঙ্গে

এই যে দেহটা, স্ফীত প্রাণহীন,
এখনো খুঁজে পাবে চিন্তার জীবাণু।
ইস্পাতে সজ্জিত জগতে অসহায় অক্ষম,
ঢিলে কামিজ পরা এই আত্মগত মাতাল।

দামামা বাজিয়ে আবার জাগাবে ওকে
ফর্টিনব্রাস আর তার নির্বোধের দল
এক টুকরো জমি দখল অভিযানে
মৃত সৈনিকের সমাধির চেয়ে ছোট।

তাই তো ওর মাংসপেশী কম্পিত ক্রোধে,
মনে হয় ও করেছে অনেক কালক্ষেপ,
সময় এসেছে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাবার।

সুতরাং শেষ অঙ্কের শেষে আমরা গদগদ,
ওরা বলে, হ্যাঁ, এ রাজার মতন রাজা হ'ত,
যদি বসতে পেত সিংহাসনে।

জোড়াতালির গান

প্রতিবারই
যখনই হয়েছে শতছিন্ন আমাদের পরনের জামা
তোমরা এসেছ তাড়াতাড়ি, বলেছ,
এ জামায় আর চলে না,

সবাই মিলে সর্বতোভাবে করতে হবে প্রতিকার-
ছুটেছ লালায়িত প্রত্যাশায় মালিক-সকাশে,
এদিকে আমাদের শীতকম্পিত প্রতীক্ষা।
তারপর
ফিরে এসেছ বিজয়দৃপ্ত হাস্যে
ভিক্ষালব্ধ একফালি ন্যাকড়া হাতে,
বলেছ জামায় তালি মেরে নাও।
বেশ, মারলাম জোড়াতালি,
কিন্তু বলো দেখি,
আস্ত জামাটা কবে পাব?
প্রতিবারই
যখনই ক্ষুধায় করেছি আর্তনাদ,
তোমরা এসেছ তাড়াতাড়ি, বলেছ,
এভাবে দিন চলে না,
সবাই মিলে সর্ব উপায়ে করতে হবে প্রতিকার—
ছুটেছ লালায়িত প্রত্যাশায় মালিক-সকাশে,
এদিকে আমাদের ক্ষুধাজর্জর প্রতীক্ষা।
তারপর
এসেছ ফিরে বিজয়দৃপ্ত হাস্যে
এক মুঠো ভিক্ষার অন্ন হাতে,
বলেছ, এই দিয়ে চালিয়ে নাও।
বেশ নিলাম চালিয়ে,
কিন্তু বলো দেখি,
চালের আড়ৎটা পাব কবে?
জোড়াতালিতে আর চলবে না,
চাই আস্ত জামা।
মুষ্টিভিক্ষা আর চলবে না,
চাই আড়ৎ, ধানের গোলা।
বস্তির ঘরে আর চলবে না,
চাই পুরো কারখানা।

চাই কয়লা,
যত ধাতুর খনি আছে দেশে সব চাই,
চাই রাষ্ট্রক্ষমতা।
শুনলেন দাবিদাওয়া ?
সেখানে আপনারা কী দিচ্ছেন—?

বই-পোড়ানো উৎসব

সরকার মহোদয় যখন বিপজ্জনক বইগুলোকে
প্রকাশ্যে দগ্ধ করার দিলেন আদেশ, সর্বত্র যখন
বলদটানা গাড়ি বোঝাই বই-এর স্তূপ
চলল চিতার দিকে ; নির্বাসিত এক কবি,
সাহিত্যকুলচূড়ামণি, জেনে ক্রুদ্ধ হলেন
যে তাঁর বইগুলো গেছে বাদ।
উষ্মার পাখায় ভেসে গেলেন লেখার টেবিলে,
ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে লিখলেন এক পত্র।
পোড়াও আমায়, ছুটন্ত কলমে লিখলেন কবি, আমায় পোড়াও
এমন করে না, ছিঃ, আমায় বাদ দিতে নেই।
আমার বইয়ে সদাসর্বদা বলেছি সত্য কথা,
আর কিনা আজ আমায় মিথ্যাবাদী বলো ?
আদেশ দিচ্ছি : পোড়াও আমায়।

প্রতিজ্ঞাপত্র

যেহেতু আমাদের দুর্বলতার সুযোগে
তোমরা করেছ আইন আমাদের ক্রীতদাস করে রাখতে

আজ থেকে সে আইন অমান্য একযোগে
যেহেতু চাই না আর তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক আর কামান
সৃষ্টি করেছ চিরকাল সন্ত্রাসের মহাশ্মশান,
সে যুগের অন্তিমকাল আজ ঘনায়মান,
পদানত জীবনের চেয়ে শ্রেয়, সংগ্রামে আত্মদান।
যেহেতু ক্ষুধার দহন-জ্বালায় আমরা হেলেছি মরণে,
কেননা তোমরা লুণ্ঠন করেছ, আর আমরা থেকেছি আশে,
আজ বলে যাই শুধুমাত্র সূক্ষ্ম কাঁচের আবরণে—
বঞ্চিত করে সঞ্চিত রুটি সাজিয়েছিলে পরিহাসে।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক···
যেহেতু তোমরা গড়েছ প্রাসাদ, আমাদের ভূমি কেড়ে,
আর লক্ষ মানুষের মাথার ওপরে নেই কোনো আবরণ,
সে যুগের শেষ ঘোষণা ক'রে নিলাম প্রাসাদ কেড়ে,
কেননা বস্তির কালো গহ্বরে আর থাকবো না এই পণ।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক···
যেহেতু দেশে প্রচুর কয়লা, প্রচুর জ্বালানি তেল,
তথাপি মরেছি আগুন বিনা, বাতি বিনা ঘর কালো,
সে যুগের শেষের সঙ্গে শেষ মজুতদারির খেল,
যেহেতু আমাদের চাই উত্তাপ, জ্বালাবো ঘরের আলো।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক···
যেহেতু আর চলবে না খেলা, চলবে না মুনাফাবাজি,
আমাদের দিয়ে চলবে না করা মুনাফা আর এক রত্তি,
কেড়ে নিলাম যত কারখানা সব মেসিন যন্ত্ররাজি
যেহেতু তোমাদের নেই অধিকার, সব জনতার সম্পত্তি।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক···
যেহেতু তোমাদের সরকার বিলোয় অজস্র আশ্বাসবাণী,
আর যেহেতু করি না বিশ্বাস তার মিথ্যাচার আর দম্ভ,
সে সরকারের শেষ ঘোষণা ক'রে গণনেতৃত্ব মানি,
এখন থেকে গড়বো নূতন জীবন-জয়স্তম্ভ।

ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আর আগ্নেয়াস্ত্র নাও হটিয়ে।
তবে কি বোঝো না গুলিবর্ষণ ছাড়া কোন অন্য ভাষা ?
তাই হবে তবে, কড়াক্রান্তিতে পাওয়া দেব মিটিয়ে।
ঐ আগ্নেয়াস্ত্র ঘুরিয়ে ধরবো, মিটবে তোমার আশা।

যাই করো না কেন

কাপড় কাচো,
দুবার কাচো,
যতই কাচো
ধবধবে ছেঁড়া কাঁথা
জোড়া লাগে না।
হেঁশেল ঠেলো
যত্ন ক'রে, কষ্ট ক'রে,
পয়সায় টান পড়লে কিন্তু
ঝোলটা শুধু জল।
কাজ ক'রে যাও আরো আরো,
পয়সা বাঁচাও, ত্যাগ করো,
হিশেব করো পাইপয়সা খরচ।
পয়সায় টান পড়লে কিন্তু,
সংসার অচল।

যাই করো না কেন, কিছুই যথেষ্ট নয়,
দীন সংসার তোমার আরো দীন হবে,
এভাবে আর চলতে পারে না দিন,
কিন্তু পথটা কী বলতে পারো ?
গাছের নির্বোধ পাখির দল
শীতের তুষার ঝড়ে শাবকদের খাওয়াতে না পেরে

করে ব্যর্থ কাকলী।
তুমিও তাই করছো—

যাই করো না কেন…
ব্যর্থ মেহনত তোমার, পণ্ড এই শ্রম,
স্থিতিহীনকে পুনঃস্থাপন, অপ্রাপ্যকে পাওয়া।
পয়সায় টান পড়লে শ্রম ব্যর্থ হতে বাধ্য।
রাঁধতে গিয়ে যখন দেখ মাছমাংসের অভাব,
সে অভাবের ফয়সলা কিন্তু রান্নাঘরে হয় না।
যাই করো না কেন…
কিন্তু পথটা কী বলতে পারো?

দোলনার গান

যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
গোছ গোছানো ছিল না মোটে কিছুই
বলেছি কত মাঝে মাঝেই, বইছি যারে আমি
আসছে সে এক নোংরা দুনিয়ায়।
তাইতো আমি দিলাম তুলে দেখাশোনার ভার
সে যাতে আর ভুল করে না পরে
বইছি যাকে নিজের পেটে. দেখতে হবে তাকে
সোনা আমার, থাকতে যেন পারিস দুধে-ভাতে।

দেখেছি আমি, দেখেছি ওদের কয়লাখনির মুখ
একটি বেড়ায় চারপাশটা ঘেরা
বলেছিলাম, পেটে যে আছে, সেই তো নেবে ভার
কয়লাগুলোর যা দিয়ে সে পাবে গরম, তাপ।
দেখেছি কত রুটির বাহার জানলাগুলোর ধারে
যা দিয়ে হয় পেটের খিদে দূর
ভেবেছি, পেটের ছেলেটাই তো নেবে রুটির ভার
যা দিয়ে তার বাড়বে দেহখান।

যুদ্ধ বাঁধলে দাঁড়াবে সে বাপের পাশাপাশি
লড়াই থেকে আসবে না'ক ফিরে
বলেছিলাম, পেটের ছেলে চলবে দেখে শুনে
এখন বিপদ ঘটে না যেন নিজের।
যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
আপন মনে নিচু গলায় বলেছিলাম কত
সোনা আমার, বইছি তোকে পেটে
তোর যেন হার হয় না কোনো মতে।

'বীরাঙ্গনা মাতা'র গান থেকে

যদি তাকৎ তোমার থাকে কম্‌তি
তবে পারবে না জয়ের মুখ দেখতে ;
যুদ্ধ সে একটা ব্যবসাই
মাখনের বদলে ছুরি-গুলিতে।

এসেছে বসন্ত, খেরোস্তানী জাগো।
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ-ফাঁদে পড়েনি
বিড়বিড় করছে তারাই, পেছনের পায়ে, লাফিয়ে।

উলম থেকে মেৎজ, মেৎজ থেকে মোরাভিয়া
বীরাঙ্গনা মাতা সব ঘাটেই ঘুরছে,
লড়াইটা জানে তার সাকরেদের কারবার
দেওয়া চাই যোগান গোলাগুলি আর বারুদের
আর, বারুদই নয়, সেই সঙ্গে লোকলস্কর লড়বার।
তাই আজই যাও, নাম লেখাও ফৌজে,
আর আজই যাও, নাম দাও তোফা মৌজে।

দেখেছ জ্ঞানী সোলোমন,
হল তার কী হাল !
মানুষটার ছিল নজর
বেজায় পরিষ্কার ;
তবু সেই যে অমন জ্ঞানী,
রাত না হতে কাবার
জগতের লোক দেখল
জ্ঞানই হল তার কাল।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব বিবেকের বালাই।
দেখেছ বীর সীজার,
শেষটা হল কী হাল!
ছিল ঈশ্বরের মতো পোক্ত
তখ্‌ত তাউস তার;

তবু উঠল যখন তুঙ্গে
তখনই পড়ে কাবার,
জগতের লোকে দেখল
দম্ভই তার কাল।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব তেজের বালাই।

দেখেছ সাধু সোক্রাতিস
হল তার কী হাল।
মানুষটা ছিল সত্যের
আর সততার আধার,
তবু শাসকরা তাকে করলো
হেমলক-বিষে কাবার।
জগতের লোকে দেখল
সত্য হল তার কাল!

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব সততার বালাই।

দেখেছ সে সব আস্তিক,
দশ-অনুজ্ঞার দাস;
তাতে কী হল জগতের

ধর্মাধর্মের নিকেশ;
আমরা বটে ধার্মিক
তবু রাত না হতেই শেষ,
ঈশ্বরের ত্রাস,
আমাদের নিয়ে এল কোথায়।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব আস্তিক্যের বালাই

আহারে, আহা,
খড়ের গাদায় কি খস্‌খস্‌ করে?
প্রতিবেশীর ছেলেটা কোঁপায়,
আমারটি তো বেশ
নেচে কুঁদেই বাড়ে।
থাক না,
প্রতিবেশীর কোমরে ত্যানা,
আমার পরনে তো সিল্কের জোব্বা,
খাস দেবদূতের কাছ থেকেই
আনা।

প্রতিবেশীর সান্‌কিটা শূন্য,
হোক না আমারটাতে তো পরমান্ন।
যদি তাতে মনে লাগে ভায়া,
কোরো একটু, উঁহু, আহা-আহা!
খড়ের গাদায় কি খস্‌খস্‌ করে?
একটা তো জমি নিল পোল্যাণ্ডে,
আর একটা উজবুক কোন রাজ্যে মরে!
সব ভালো সব মন্দের শেষে
যুদ্ধটা ঠিক চলেছেই কায়ক্লেশে,
একশ' বছর চলবে নাকি এ লড়াই?

মানুষজন যে হল আকালের বলি,
সেনারা না পায় মাইনে, শূন্য থলি,
কর্তারা সব বামাল করছে চুরি।
যদিবা আবার কপাল ফেরে আখিরি
যুদ্ধটা আজও চলেছে নেহাৎ-ই, তাই :

এসেছে বসন্ত, খেরেস্তানী জাগো !
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ ফাঁদে পড়েনি,
বিড়বিড় করছে তারাই, পিছনের পায়ে লাফিয়ে ॥

শঙ্খ ঘোষ

নায়ের গান : কম্যুনিজমের গুণকীর্তন

এ-পথটাই ঠিক, সবাই বোঝে। সহজ।
তুমিও যদি হুজুর না হও, ঠিক বুঝবে।
এতেই তোমার ভালো ; ব্যাপারটা সব জানো।
নষ্টে একে নষ্ট বলে বোকায় বলে বোকা
এতেই বরং নষ্ট হবে বোকামি-নষ্টামি।
হুজুরেরা বলেন একে দুষ্কৃতি
আমরা জানি
এ-ই অবসান দুষ্কৃতির।
পাগলামি না।
এ-ই অবদান পাগলামির
সমস্যা না
এই হলো শৃঙ্খলা।
সোজা, খুবই সহজ
কঠিন কেবল ঘটিয়ে তোলার দায়।



বেয়াত্রিচেকে নিয়ে দান্তের লেখা কবিতাবলি বিষয়ে

এখনো ধূলিমলিন গোরস্থান যেখানে শায়িত
সেই রমণীটি যাকে কখনো হয়নি তাঁর পাওয়া
যদিও-বা তার পথে তাঁর সেই নিত্য টলে যাওয়া
তার নাম আমাদের কাঁপা হাওয়ার সঞ্চালনে

তাঁরও অভিপ্রায় ছিল তাকে নিয়ে লেখা কবিতায়
সমস্ত সময় আমরা তার নাম রাখি যেন মনে
তাঁর নামগানখানি আমাদের উৎসুক শ্রবণে
ধরে রাখি এই হোক আমাদের অদ্বিতীয় অধ্যবসায়

হায় কী অন্যায় ছ্যাখো চালিয়ে দিলেন অকাতরে
তাঁর এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি জনৈকাকে নিয়ে
যাকে মাত্র দেখেছেন, একবারও নেন নি যাচিয়ে

নিছক চোখে-দেখেই তাঁর গান, তাই তার পরে
রাস্তায় বাহারে কিছু না-ভিজেই যদি পার হয়
তাকে ধরে নেওয়া হয় কামনার সুযোগ্য বিষয়।

শান্তিশেখর সিংহ

লেনিন বন্দনায় কুবানবুলাকের সতরঞ্চি তাঁতী

প্রায়শঃ বন্দনাধন্য এবং বিশ্রুত
কমরেড লেনিন! প্রতিমূর্তি রাশি বিরাজিত আর প্রতিচ্ছবি
নামাঙ্কিত তাঁর নামে অনেক নগর এবং শিশুরা,
অসংখ্য কথিকা প্রচারিত বিভিন্ন ভাষায়,
বহু সমাবেশ এবং মিছিল,
সাংহাই থেকে শিকাগো—লেনিনের বন্দনায়।
অতএব কুবানবুলাকের সতরঞ্চি তাঁতী সবে মিলে
বন্দনা তাঁর করেছিল, তুর্কিস্থানে ক্ষুদ্র এক দক্ষিণ অঞ্চলে।
সেখানে সন্ধ্যায় উঠে এল, জনাকুড়ি' সতরঞ্চি তাঁতী
জ্বরিতকম্প্র, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মাকুগুলো রেখে।
জ্বরব্যাধি ঘেরা চারিধার : রেলওয়ে স্টেশন
মশকবাহিনী যেন ঘনমেঘে পৃক্ত,
যাহা উপ্ত জলাভূমে
পুরাতন উটের সমাধিপটভূমে।

কিন্তু রেলগাড়ি,
যে প্রতি পক্ষে আনে একবার ধোঁয়া আর জল, অবশেষে আনে
একদিন সংবাদ নবীন
সমাগত কমরেড লেনিনের বন্দনার দিন।
　　এবং সিদ্ধান্ত নিল কুবানবুলাকের লোক
　　দরিদ্র মানুষ, সতরঞ্চি তাঁতী
　　কমরেড লেনিনকেও তাদেরই গ্রামে
　　প্রতিষ্ঠিত করা হবে জিপ্সাম মূর্তিতে।
যখনি মূর্তির জন্য সংগৃহীত হল অর্থ, তারা তৎক্ষণাৎ
দাঁড়ায় জ্বরিতকম্প্র এবং গণনা করে
বহুকষ্টে সংগৃহীত তাদের ধন, কম্পিত দু'হাতে।

আর লালফৌজের স্টেপা গামালেভ,
যে ছিল সতর্ক খুব হিসাবে ও সঠিক দৃষ্টিতে,
প্রস্তুতি সে লক্ষ্য করে লেনিন-বন্দনায়
আর প্রীত হয় ; কিন্তু সে লক্ষ্য করে তাদেরও অস্থির হাত।
এবং সে অকস্মাৎ করে এ-ঘোষণা,
মূর্তির অর্থে পেট্রোলিয়াম হবে কেনা, আর
তাতে নিষিক্ত হবে জলাভূমি, উটের সমাধিপটভূমে ;
মশা সব আসে যেথা হতে ;
যাতে জ্বর ব্যাধি ধ্বংস হবে।
এই পথে জ্বর ব্যাধি ধ্বংস হলো
কুবানবুলাকে মৃতেরও বন্দনা হলো
কিন্তু ভুলে গিয়ে নয় কমরেড লেনিনের নাম।
এ সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল : বন্দনার দিন বহেছিল
তাদের পুরানো পাত্রভরা কালো পেট্রোলিয়াম,
একজনের পর আরেকজন।
আর হয়েছিল গোষ্পদের তা দিয়ে সিঞ্চন।
এইভাবে উপযোগী হয়েছিল তারা লেনিনের বন্দনায়।
আর সে বন্দনা তাঁর, উপযোগী হয়েছিল তাদেরও নিজের
এবং এভাবেই তারা তাঁকে উপলব্ধি করেছিল হৃদয়ে তাদের।

আমরা শুনেছি, কিভাবে কুবানবুলাকের লোক
করেছিল লেনিন বন্দনা
ঐ সন্ধ্যাকালে, ক্রীত সব পেট্রোলিয়াম গোষ্পদে উজাড় ক'রে।
ওই জমায়েত থেকে উঠেছিল একটি মানুষ
তার এই দাবি যে, স্টেশনে ফলক এক তোলা হোক
এবং এই ঘটনার ইতিবৃত্ত এইভাবে লেখা হোক তাতে :
জ্বরনাশা পেট্রোলিয়ামের একটন দিয়ে,
প্রতিস্থাপিত হলো প্রিয় মূর্তি লেনিনের।
এ সব কিছুই ছিল লেনিনের বন্দনায়, আর এসব কিছুই তারা করেছিল,
করেছিল তারা সেই ফলকটিরও প্রতিষ্ঠা।

বেচারি বি. বি.

আমি বের্টল্ট ব্রেখ্ট, এসেছি কালো জঙ্গল-দেশ থেকে
আমার মা আমাকে যখন শহরে আনেন, তখন আমি ছিলুম
তাঁর পেটের মধ্যে। এবং সেই জঙ্গলের সিরসিরানি
আমার শরীরে থাকবে—যতদিন না আমি অদৃশ্য হয়ে যাই।

এই পীচ-বাঁধানো শহরে আমি বেশ মানিয়ে গেছি। প্রথম
থেকেই মুমূর্ষুর প্রতিটি মন্ত্রে আমি সজ্জিত : খবরের
কাগজ, তামাক এবং মদ। সন্দেহপ্রবণ আর অলস থেকে
থেকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত।

আমি মানুষের প্রতি অমায়িক, ওদের শিষ্টতা অনুযায়ী
আমি মাথায় টুপি পরে থাকি। আমি বলি : এরা সব
অবিকল এক একটি গন্ধ মূষিক! আবার আমি বলি : তাতে
কিছু যায় আসে না, আমি নিজেও তাই।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার খালি দোলনা
চেয়ারে কয়েকটি মেয়েকে এনে বসাই এবং খুশী চোখে তাকিয়ে
থাকি তাদের দিকে। আমি ওদের বলি : আমি হচ্ছি সেই
ধরনের মানুষ, যাদের কক্ষনো বিশ্বাস করা যায় না।

সন্ধ্যের দিকে আমি কিছু লোক জড়ো করি। পরস্পরকে আমরা
ডাকি, 'জেন্টল্ম্যান'। ওরা আমার টেবিলের ওপর পা তুলে
দিয়ে বলে, শিগ্ গিরই আমাদের সুদিন আসছে হে! আমি
আর জিজ্ঞেস করি না : কবে?

শেষ রাত্রের দিকে, ধূসর উষায় পাইন গাছরা সময় হিসি করে,

আর গাছের উকুন অর্থাৎ পাখিরা শুরু করে চেঁচামেচি।
সেই সময়টায় শহরে আমি শেষ গ্লাসে চুমুক দিয়ে,
চুরোটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে ঘুমোতে যাই, উদ্বিগ্ন।

আমরা অর্বাচীনের দল এমন সব বাড়িতে থাকি, যেগুলো
ধ্বংসের অতীত বলা যায়। (এইভাবেই ম্যানহাটান দ্বীপের
বিশাল কুঠরি বাড়িগুলো তৈরি করেছি আমরা—আটলান্টিকের
মধ্যে দিয়ে কথা বলা তারাগুলোও।)

এইসব শহরগুলোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধু তাই টিঁকে
থাকবে—যা শহরের মধ্য দিয়ে ঘুরে যায়, হাওয়া! এই বাড়ি
ভোজনবিলাসীদের খুশী করে—খালি হয়ে যায়। আমরা জানি
আমরা শুধু সূচনা, জানি আমাদের পর যারা আসবে—
উল্লেখযোগ্য কিছুই না।

সামনের ভূমিকম্পে আমি আশা করছি, আমার চুরোটটা
নিবে গিয়ে তেতো হতে দেবো না।
আমি, বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট, যখন আমি মায়ের পেটে ছিলুম
সেই বহুদিন আগে কালো জঙ্গল-দেশ থেকে এই
পীচ-বাঁধানো শহরে পরিত্যক্ত হয়েছি।

নিমজ্জিতা মেয়েটি

জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল খরস্রোতে
পেরিয়ে ঝরনা, ঢেউ উত্তাল নদীতে—
আকাশে সূর্য উজ্জ্বল নীলমণি
যেন তিনি চান ওই মৃতদেহ জুড়োতে।

শরীরে জড়ালো শ্যাওলা, সাগর-পানা
ক্রমশই ভারী হয়ে এলো সেই শরীর
দু পায়ের ফাঁকে ভেসে যায় কত মাছ
শেষ যাত্রায় প্রাণী ও ঝাঁঝির বাধা বার বার জড়ায়।

সন্ধ্যা-আকাশ ধোঁয়ার মতন কালো
রাত্রে তারার আলো হয়ে এলো অনড়
তবুও বিকেলে ছিল স্বচ্ছতা, নীলিমার নীল দিন
আরও কিছু ভোর এবং সন্ধ্যা এখনও রয়েছে সামনে।

যখন পচন শুরু হলো তার ম্লান দেহটিতে, জলে
খুব ধীরে ধীরে ঈশ্বর তাকে অনায়াসে ভুলে গেলেন।
প্রথমে মুখটি, তার পর হাত, সব শেষে তার চুল
এখন সে শুধু পচা গলা মাস, নদীতে অন্য পচা মাংসের মতন

দিলীপ সেন

কখনও না

তুমি যদি এখনো বেঁচে থাকো, কখনও বলো না : কখনও না !'
যদি নিশ্চিত ব'লে মনে হয় তা নিশ্চিত নয়।
জীবনযাত্রায় যা কিছু অস্তিমান তা স্থায়ী হবে না।

যখন শাসকের দল কথা বলেছে,
শোষিতেরা তাদের আওয়াজ তুলবে।
কে সাহস ক'রে বলবে : কখনও না ?
পীড়ন আর অত্যাচারের শাসন যেখানে, তার জন্য কে অপরাধী ?
আমরা।
বিধান যেখানে ভেঙে চুরমার, তার জন্য দায়ী কে ?
আমরা।
বারবার প্রহারে যারা পরাজিত, সগর্বে মাথা তুলে তারা দাঁড়াবে !
যে কেউ নিঃশেষিত হোক না, সংগ্রামে জিতে ফিরে আসবে আবার !
যে মানুষ তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ?
আজকের যে শিকার, আগামীকালের সে বিজেতা
এবং আজকের অবস্থায় বদলে গেছে 'কখনও না'।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'লুকুল্লুসের বিচার' নাটক থেকে

ক্রীতদাসদের সংলাপ

জীবনের থেকে আমরা মৃত্যুর ভিতরে
বোঝা টেনে নিয়ে যাই বিনাপ্রতিবাদে।
আমাদের দিন গেছে দীর্ঘকাল থেমে
আমাদের পথ-ভ্রমণের শেষ লক্ষ্য অচেনা।
নতুন কণ্ঠের পিছে তাই চলি পুরোনোরই মত,
আর কেন প্রশ্ন মিছে তোলা ?
কিছুই পিছনে নেই, আমরা কিছু করি না কামনা !

মাছউলির সংলাপ

যুদ্ধ বুঝি আমি। ছেলে যে আমার
যুদ্ধে মারা গেছে !
ফোরাম বাজারে আমি মাছ বেচতাম।
একদিন শুনলাম জাহাজ লেগেছে ডকে
এশিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে। দৌড়ে গেলাম
বাজারের থেকে দৌড়ে টাইবারের কাছে
বহুক্ষণ কাটালাম, খালি সব হয়েছে জাহাজ,
সৈন্যদল নেমে যায়
প্রহর প্রহর কেটে যায়
সন্ধ্যায় জাহাজগুলি খালি হল একটি একটি ক'রে,
কোনোটির থেকে
নামল না ছেলেটি আমার।
সমুদ্রের ধারে ছিল কী দারুণ ঠাণ্ডা, সেই রাতে
পড়লাম জ্বরে আর জ্বরের ঘোরেও

ছেলেকে চাইলাম আমি, চাইতে চাইতে তাকে
আরো বেশি চাইতে চাইতে ঠাণ্ডায় শীতল
মারা গেছি, তারপর এখানে এসেছি এই
ছায়ারাজ্যে, দেখছ এই তোমাদের মাঝে,
আমি আজো তাই চাই
ফেবার আমার খোকা, বাপরে আমার
তোকে আমি পেলেছি, পুষেছি বুকে ক'রে
ফেবার আমার খোকামণি !
দৌড়ে গেছি আমি এক ছায়া থেকে আর একটি ছায়ায়
ছায়ায় ছায়ায়
ফেবারের নাম ধ'রে ডেকে, কেঁদে ফিরে
চিৎকারে বাতাস পুরে, অবশেষে দারোয়ান এক
মৃত যত যোদ্ধাদের শিবিরের ধারে,
হাত ধ'রে থামিয়ে বলল, শোন কথা
বৃদ্ধা কেন কাঁদ, আছে অনেকই ফেবার এইখানে
অনেক মায়ের ছেলে, অনেক গভীর দুঃখে ভরা,
কিন্তু তারা নাম ভুলে গেছে
নাম নিজেদের
যে নাম শুধুই ছিল সৈনিকের দলের মাঝখানে
        সারিতে সাজাতে,
এখন তাদের নেই নামের দরকার
        এখন তাদের সব মায়েরা চায় না
দেখা করতে নিজেদের ছেলেদের সাথে,
কারণ তারাই যুদ্ধে যেতে দিয়েছিল
সর্বনাশা যুদ্ধে ছেলেদের।
ফেবাররে খোকারে আমার !
উদরে বয়েছি তোকে, পেলেছি পুষেছি বাছাধন
সোনামণি, ফেবার আমার !
দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে গেল দৌড়
চিৎকার মিলিয়ে গেল মুখেরই ভিতরে।

নীরবে ফিরলাম আমি, কারণ বাসনা নেই আর
ছেলের মুখের দিকে ফিরে তাকাবার।

কৃষকের সংলাপ

রক্তমাখা যুদ্ধ এই, তার মাঝে জয় ক'রে আনা যত
তিক্ত স্মৃতি আছে
তার মাঝে, আমি বলি বন্ধুগণ,
এই গাছ সবচেয়ে সেরা এক দান!
কারণ এ কচি গাছ বেঁচে রইবে,
আঙুর ফলের ঝোপ, বেরি ফল ঝোপের ভিতর এই
নতুন গাছটি
আর এক বন্ধুত্বময় সাথী।
মানুষের বংশধারা বেড়ে যাবে যুগ যুগ ধ'রে
এই গাছও সাথে সাথে বেড়ে যাবে সমান আগ্রহে
মানুষেরই মুখে ফল তুলে দেবে ব'লে!
ভালোবাসা নাও তুমি, পুব থেকে এই গাছ যে এনেছ ব'য়ে,
এশিয়ার লুট করা জিনিস সব ক্ষয় হয়ে যাবে কালে কালে,
কিন্তু তোমার যতো নামডাক-চুড়ো দেখতে পাই
তার মাঝে এই গাছ সবচেয়ে সুন্দর মন্দির.
প্রতিটি বছরই ধরবে নতুন শরীর
বেঁচে থাকা মানুষের কথা মনে রেখে,
প্রতি বসন্তেই তার সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে-যাওয়া
ডালপালা দুলে উঠবে কেঁপে
পাহাড়ী হাওয়ার তালে তালে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন পয়সার পালার গান

চেষ্টা করলে হাঙ্গরেরও দাঁত দেখতে পাবে
কিন্তু যখন মহীনবাবুর ছুরিটা চমকাবে
তখন দেখতে পাবে না পাবে না ॥

হাঙ্গরেরা ধরলে শিকার কড়মড়িয়ে খায়
মহীনবাবুর কারবারটার শব্দ কি কেউ পায় ?
কেউ শুনতে পাবে না পাবে না ॥

দিন দুপুরে পথে ঘাটে পড়ে মানুষের লাশ
খুনীর নাম কেই বা করে বাস্‌রে ওরে বাস্‌
কেউ নাম তো করে না করে না ॥

এই তো সেদিন থানার কাছে মরল দুটো লোক
দেখলো সবাই দারোগাবাবু করলো বিষম শোক
কারো বাক্যি সরে না সরে না ॥

ঘোষসাহেবের বসুমশায়ের ছেলে নিরুদ্দেশ
টাকা দিলে ছাড়া পাবে এই আছে আদেশ
কার আদেশ জানেন না জানেন না ॥

বদ্দিপাড়ার মতিবাবু চিৎপাত ফুটপাথে
বুকে সমূল ছুরি বিঁধে আছে যে তাঁর সাথে
ছুরি কার তা জানেন না জানেন না ॥

রহিম কোচোয়ানের ছেলে কাঁদছে দুমাস ধ'রে

গলায় নখের দাগ নিয়ে তার বাপটা গেল ম'রে
আর তো ফিরে পাবে না পাবে না ॥

গত মাসে একটা মেয়ের সতীত্ব নাশ ক'রে
লোকটা শুনি স্বচ্ছন্দেই হেঁটে চলে ফেরে
কেউ তো ধরিয়ে দেবে না দেবে না ॥

২

মোহিনীমোহন দেব
আর মোহিনীবালা দেবী
পুরুত মশাই মন্ত্র পড়ান অং বং চং কং।
আমরা বলি হ'ল কী সে ?
যত্নর মামা ? মধুর পিসে ?
শুনে তারা বল্লে হেসে বিবাহং বিবাহং !

বচ্ছরটাক পরে গেলাম তাদের ঘরে
শুনি তুজনেই জোর গলা ফাটাচ্ছে অং বং চং কং।
আমরা বলি হ'ল কী সে ?
মধুর মামা ? যত্নর পিসে ?
শুনে তারা বল্লে শেষে কলহং কলহং !

৩

মহীন্দ্র ॥ এই ফাঁকেতে ভদ্দর বাবু শুহুন দিয়ে মন
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন।
পাপীতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তা কেহ ?
ভর পেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পুলিশ ভ্যান।
শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

মহীন্দ্র ॥ মানুষ তবু বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ক'কিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

সকলে ॥ বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

জ্যোৎস্না ॥ যখন বাবু বলেন আমরা খারাপ মেয়েছেলে
ভদ্দর মেয়ে ভালো মেয়ে যখন আমরা নই
তখন শুনুন একটা কথা স্পষ্ট করে কই
ভদ্দর মশাই থাকে না কেউ পেট ভ'রে না খেলে
দেরী হয়ে গেছে বাবু তবু লিখুন খাতায়
ভাত চাট্টি খেতেই হয় যখন বসি পাতায়
শরীরটা তো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

জ্যোৎস্না ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ককিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

একত্রে ॥ বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

৪

পৃথিবীর সেরা পালোয়ান যত দেখেছি,
কী ভিষণ তেজ, কী তার শক্তি দেখেছি
সে যেন হাঙর, দুনিয়াটা তার সমুদ্দুর,
ছোট বড় তার কিছুতে নেইকো ভক্তি
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।

কতো জ্ঞানী দেখি, কত বিদ্বান,
রাজনীতিবিদ্ কতো
কতো না লড়ছে সমাজ সমাজ
আছে নীতিজ্ঞান কতো।
সারাদিন ধরে জ্ঞান দিয়ে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।

এই তো দেখুন ফাঁসি হবে বলে দাঁড়িয়ে
লোকটা তো যাবে দুনিয়ার মায়া ছাড়িয়ে
সামনে মরণ বাড়িয়ে চরণ থমকে
তারো রক্ত তো উছলিয়ে ওঠে গমকে
কারণ কি তার? মেয়েমানুষ।

মেয়ে সে দেখেছে মেয়ে সে পেয়েছে আগুনতি
তবু আরো চাই এ নেশার এই নিয়তি
সারাদিন ধরে বুদ্ধিতে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন।
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।

মারী ফারারের ভ্রূণ হত্যা সম্পর্কে

মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কোন জন্মচিহ্ন নেই, অপ্রাপ্তবয়স্ক।
পিতৃমাতৃহীন অনাথ
এ পর্যন্ত কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই।
জানা গেছে, মেয়েটি নিম্নলিখিত উপায়ে
ভ্রূণ হত্যা করেছে :
তার জবানীতে জানা যায়
যখন তার দ্বিতীয় মাস,
তখন মদের দোকানের এক ঝি-র সাহায্য নিয়ে
সে দু'বার ডুশ নিয়েছিল, যাতে বাচ্চাটা পেট থেকে বেরিয়ে যায়,

জানা গেছে,
তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল
কিন্তু কোন ফল অর্শায় নি।
কিন্তু মশাই আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে,
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানি :
সে চুক্তিমত পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেয়
বুক আর পেট আঁট ক'রে বাঁধতে থাকে
মদের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেতে শুরু করে
তাতে শরীরের মোক্ষণ হতে থাকে
কিন্তু শিশু বেড়েই চলে
বাসন ধুতে ধুতে তার শরীর যেন আর বয় না।

এখন একনজরেই বোঝা যায়
পেটে কোন গোলমাল
মেয়েটি স্বীকারোক্তি করে
তখনও সে অপ্রাপ্তবয়স্ক
দেবতার কাছে রোজ সে ভক্তিভরে প্রার্থনা শুরু করে।
কিন্তু মশাই আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

প্রার্থনায় ফল হয়নি
সে সাহায্য চেয়েছিল
একদিন সকাল বেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল
যখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল
তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছিল তার
দশমাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
সে তার গোপন কথা গোপনেই রেখেছিল ;
কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না
এমন ঘটতে পারে
এমন সাদামাটা মেয়েটার শরীর এমন প্রলোভনের শিকার হতে পারে,
কিন্তু মশাই আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানবন্দী :
সেই বিশেষ দিনটি এল
তখন সকাল
সে সিঁড়ি ধুচ্ছিল
হঠাৎ কে যেন একটা লম্বা পেরেক

তার তলপেট দিয়ে ঢুকিয়ে দিল
যন্ত্রণায় তার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল
তখনও সে গোপন কথা গোপনই রাখলো
সারাদিন কাপড় ধুতে থাকলো
আর মাথার মধ্যে দাপাদাপি চলতে লাগল তার
মাথা ভার হয়ে এলো
পেটে বাচ্চা, বুক ভারী
অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়ল।
কিন্তু মশাই আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

শোওয়া মাত্রই আবার কাজের তলব এলো
বাইরে বরফ পড়ছে
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো মেয়েটা
রাত এগারটায় কাজ শেষ।
বড় দীর্ঘ পরিশ্রান্ত দিন শেষ হ'লো।
পেট ছিঁড়ে বেরোবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে বাচ্চাটা

মারী ফারারের জবানবন্দী থেকে :
বাচ্চাটা জন্মালো, আর পাঁচটা বাচ্চার
মতোই দেখতে তাকে
কিন্তু মারী ফারার পাঁচটা মায়ের মতো নয়।
ঘেন্না করবেন না, ছেলের জন্ম দিয়েছে যে মা,
সে মা নয়ই বা কেন ?
কিন্তু মশাই সাবধান
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়!

যা বলছিলাম বলি
যে ছেলে জন্মালো, তার কি হল বলি :

মারী ফারারের জবানবন্দী :
এখন আর সে গোপন কথা গোপন রাখতে চায় না
কাজেই মশাইরা, বাকিটা শুনুন,
শুনে রায় দিন—
সবে সে বিছানায় গিয়ে উঠেছে
ঘরে সে একা
সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে
জানে না কি হবে
গোঙানি থামানোর জন্যে সে মুখে
বালিশ চাপা দিল
আর আপনারা সব মশাইগণ
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

ঘরে কনকনে শীত
তাই শেষ জোরটুকু সংহত করে
ও নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে
যতটা আদর করে সম্ভব
বাচ্চার জন্ম দিলো.
কখন জানে না
বোধহয় ভোরের দিকে
বাথরুমের খোলা ছাদ দিয়ে বরফ পড়ছে
কি করে বাচ্চাকে ঢাকবে মা জানে না
ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল জমে আসছে
নীল হয়ে আসছে ;
কিন্তু মশাইগণ সাবধান

রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারার বলেছে :
বাথরুম থেকে ঘরে যাবার পথে
বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো
ছিল চিৎকার,
ভয়ে পাগল হয়ে মারী তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল
থেমে গেল বাচ্চা।
থেমে যাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে মারী তার বিছানায় ফিরল
সারারাত বুকে বেঁধে রাখলো শরীরটাকে
সকালবেলায় আস্তাবলের নিচে
ঘুম পাড়িয়ে দিল।

মারী ফারার জন্ম এপ্রিল মাসে
কুমারী মা, শাস্তি পেয়ে জেলে মারা গেল
যে সমস্ত মানুষের পাপ বহন করেছে।
ফর্সা চাদরের নিচে ডাক্তারের ছুরি কাঁচির সাহায্যে
যাঁরা সন্তানের জন্ম দেবেন
তাঁরা পুণ্যবতী জননী আখ্যা পাবেন
পুণ্যবান পিতৃবৃন্দ
পুণ্যবতী মা জননীরা
সাদামাটা একটা মেয়ে কামনার শিকার হয়েছিল
তাকে কুলটা বলবেন না,
তার পাপ ভয়ঙ্কর
তার যন্ত্রণা আরো বেশি
সুতরাং মশাইরা সব রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সৈনিকের গান

মারণাস্ত্ররা ছাড়বে আগুন ঝলসাবে তরোয়াল
মৃত্যু শীতল জলেতে দাঁড়িয়ে হিম হয়ে যাবে দেহ
তারই মাঝখানে ঠিক রেখো মাথা নেমো না তুষার
সতর্ক ক'রে দিয়েছিল বউ চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
সেদিন বীরের হুঁশ ছিল নাকো অস্ত্রের সম্ভারে
হেঁকেছিল তাই স্ত্রীর মুখ চেয়ে গভীর অবিশ্বাসে
দামামার বোলে পা ফেলে সেদিন ছুটেছে অন্ধকারে—
দামামার ধ্বনি ঝরায় না খুন যুদ্ধ ভূমির ঘাসে
ভয় কোরোনাকো বলেছিল ডেকে শঙ্কিত দয়িতারে
ছুরি ধরবার জন্যই নাকি তৈরী এ অঙ্গুলি
উত্তর হতে দক্ষিণ নাকি ব'সে আছে তারই তরে
কবে সে দৃপ্ত পায়ে পায়ে এসে ওড়াবে পথের ধূলি।
দোহাই তোমার যেও নাকো দূরে বিপদের মাঝখানে
প্রাজ্ঞজনেরা বারবার বলে যুদ্ধই মহাকাল
সে কথায় যদি করো পরিহাস হতে হবে অনুতপ্ত
বলেছিল বধূ, ফেলে দাও ছুঁড়ে হিংস্র এ তরোয়াল।
বীর সে তরুণ পিস্তল হাতে হেসেছিল উপহাসে
কি করে তুষার হিমহাতে তার ছোঁবে এ উষ্ণ দেহ
সদম্ভে ব'লে ঝাঁপ দিয়েছিল মৃত্যুশীতল স্রোতে
এ পারে দাঁড়িয়ে রইল দয়িতা চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
যেতে যেতে ফিরে বলেছিল বীর দয়িতারে তার ডেকে
আমাদের দেখা হবে সে আবার পূর্ণ চাঁদের রাতে
শেষ হবে এ ক্ষণবিচ্ছেদ মিলনের উত্তাপে
যে দিন দূরের পাহাড়ের চূড়া ধোয়া হবে জ্যোৎস্নাতে।
তুমি চ'লে গেছ যেমন কী দ্রুত চলে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে

আর প'ড়ে আছে গৌরব কিছু তোমারই তো ফেলে যাওয়া
গৌরবে ভ'রে উঠে না তিমির আশার সূর্যালোকে।
বলেছিলে বউ অস্ফুটে শুধু ঈশ্বর ওকে রেখো
বীর সে তরুণ এক হাতে ছুরি আর হাতে পিস্তল
তুষারের স্রোতে সঙিনের ভিড়ে কখনো গিয়েছ ডুবে
কখন যে তোকে নিথর করেছে মৃত্যুশীতল জল।
পাহাড়ের চূড়া ভেসে যায় সাদা জ্যোৎস্নার বন্যায়
বীর ভেসে গেছে কাল রাত্রির তুষারের ঘূর্ণিতে
কেন যে হে বীর দয়িতা নারীর নিষেধটি শুনলে না
প্রাজ্ঞজনের ব'লে দেওয়া সীমা কেন গেলে চূর্ণিতে।
কীর্তি তোমার কোনদিন আর ঘনিষ্ঠ উত্তাপে
আতপ্ত করে দেবে না প্রিয়ারে প্রখর রৌদ্রালোকে
তুমি চলে গেছ যেমন কি দ্রুত চলে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে।

ধনঞ্জয় দাশ

পশ্চিমের উদ্দেশে

পশ্চিমের যারা বলেন,
প্রকৃত বন্ধু চিনে নিতে পারেন নি ব্রেখ্‌ট
তাদের তিনি জবাব দেন :

'ধীরে বন্ধু ধীরে—
বিশ্বাসঘাতকের চুম্বন প্রথমে নামে শিল্পীর উপর
তারপর ভাঙে শ্রমিকের পাঁজর।
পেট্রলের বোতল হাতে
গুপ্তপথে মুচকি হেসে
দহনকারীর দল উঠে আসে শিল্পের মন্দিরে।
যে মানুষ সংকীর্ণতম
সেও যদি মনে-মনে শান্তির কামনা করে
যুদ্ধ-শিল্পের ভজনাকারীর চেয়ে
সে-মানুষ শিল্পের জন্য বেশি বরণীয়।'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমার ভাই ছিল বৈমানিক

আমার ভাই ছিল বৈমানিক
একটা কার্ড পেল সে একদিন
বাক্সে পুরে তার জিনিসপত্তর
দক্ষিণের দিকে বাড়ালো পা।

দিগ্বিজয়ী ছিল আমার ভাই ;
এ-জাতির তো নাকি জায়গা কম !
সীমানা ভেঙে দেশ দখলদারি
আদ্যিকাল থেকে তাদের লোভ।

আমার ভাই তাঁবে বাগিয়েছিল
গুয়াদারামা ম্যাস্‌সিফের জমি,
দৈর্ঘ্যে ছয়ফিট দু ইঞ্চি।
প্রস্থে চারফিট ইঞ্চি ছয়।

বিষ্ণু দে

শিশুদের ধর্মযুদ্ধ, ১৯৩৯

উনচল্লিশে পোল্যাণ্ডে ঘটেছিল
রক্তে ঢালাই যুদ্ধের কারবার।
অনেক শহর, অসংখ্য ছোট গ্রাম
উনচল্লিশে হয়ে গেল ছারখার।

উনচল্লিশে ভাইকে হারালো বোন,
যুদ্ধে বৌ-টি হারালো স্বামীকে তার।
খোকাবাবু ঘোরে আগুন-ছাইয়ের মাঝে
মা ও বাবাকে খুঁজে পায়নাকো আর।

পোল্যাণ্ড থেকে তো খবর বন্ধ হল,
চিঠি তো বটেই, ছাপা কথা হল মানা।
তবুও এখানে পুবদিকে সব দেশে
অবাক গল্প পথেঘাটে গেল জানা।

গল্পটি ওরা যখন বলত খুলে,
—শিশুদের সেই ধর্মযুদ্ধ নিয়ে,
পোল্যাণ্ডে যার শুরু উনচল্লিশে,—
শীত ঢেকে দিত পুবের শহর তুষারের ঢাকা দিয়ে।

বড় রাস্তায় সারি করে দল বেঁধে
উপবাসী ঐ শিশুরা খুঁড়িয়ে চলে।
পথে যেতে যেতে লুণ্ঠিত ভাঙা গাঁয়ে
নতুন সভ্য যোগ দেয় এসে দলে।

মারামারি থেকে পালাতে চেয়েছে তারা

এ বিভীষিকায় খুঁজেছিল ক্ষান্তিকে।
ভেবেছিল তারা খুঁজে পাবে একদিন,
সে দেশ যেখানে পাবে তারা শান্তিকে।

তাদের একটা সর্দার ছিল খুদে,
সে ছিল তাদের ভরসা এবং খুঁটি।
এ সর্দারের একটিই মাথাব্যথা
অজ্ঞাত ছিল পথের নিশানা ছুটি।

একরত্তি এ একাদশী এক মেয়ে
চারবছরের বাচ্চাকে নিয়ে চলায় নেইতো শেষ
মাতৃত্বের পনেরো আনাই পুরো,
বাকী শুধু ছিল অশান্তিহীন ছোট্ট একটি দেশ।

ইহুদীর ছেলে হাঁটছিল এই দলে।
গলায়, হাতায় ভেল্‌ভেট ছিল তার,
ধপ্‌ধপে সাদা রুটি খাওয়া অভ্যাস।
তবুও সেও তো লড়েছিল জোরদার।

আর দুই ভাই যোগ দিল সেনাদলে,
দুজনেরই মাথা অজস্র প্যাঁচে ভরা।
বৃষ্টির সাথে ল'ড়ে ভাঙা এক কুঁড়ে
ঝড়ের মতন দখল করল তারা।

হাঁটছিল এক সভ্য সে রোগা কালো,
পথের ধারেতে, আলাদা ও একা একা,—
দুর্বহ বোঝা অপরাধ তার এই
কাঁধে এক তার নাৎসী চিহ্ন লেখা।

তাদের মধ্যে এক ছিল সুরকার,

ঢোলক একটা পেয়েছিল খুঁজে ভাঙাচোরা এক গাঁয়ে ;
ছিল না সেটাকে বাজানোর অনুমতি
পাছে শব্দতে তারা ধরা পড়ে যায়।

ছোট্ট একটা কুকুরও ছিল এ দলে,
ঠিক ছিল সেটা হাড়িকাঠে হবে বাঁধা।
হল সে শেষটা খাবারের ভাগীদার,
যেহেতু সকলে মনে মনে দিল বাধা।

তাদের একটা ইস্কুলও ছিল খোলা।
খুদে মাস্টার জানত : চেঁচানো মানেই শিক্ষাদান।
ছাত্র একটি ভাঙা ট্যাঙ্কের গায়ে
লিখতে পারত শান্তির শুধু 'শান্'…।

গানবাজনাও হয়েছিল একদিন :
গর্জনশালী শীতের নদীর পাশে
একজন বসে ড্রামটা বাজালো কষে,
বড়ই দুঃখ কেউই শুনল না সে।

প্রেমের নজীরও ছিল বটে একখানা।
মেয়েটি বারো ও ছেলেটি পনেরো বছর,
নির্জন এক ভাঙা উঠোনের মাঝে
মেয়েটি ছেলের চুল আঁচড়ায় চাঁচর।

বেশিদিন ধরে টিঁকল নাকো এ প্রেম,
দিনগুলি ক্রমে ঠাণ্ডায় এলো জমে।
ছোট্ট গাছই বা কী করে ফোটাবে ফুল,
তুষারের ঝড় কখনো যদি না কমে ?

ছোটখাট এক যুদ্ধও হল, যবে

এদের মতন আরেকটা দল এলো।
ওদের যুদ্ধ সহজে খতম হল,
যেহেতু নেহাৎই 'অর্থহীন' ও খেলো।

কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে জোর,
বোমায় ভগ্ন, পয়েন্টস্‌ম্যানের কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে,-
লক্ষ্য করলে একটা দলের লোকে
খাবার আনার লোক আসছে না ফিরে।

অন্যদলের সেনারা শুনে সে কথা
একটা লোককে পাঠালো তাদের কাছে,
কাঁধে তার দিল বস্তাভর্তি আলু,
খাবার অভাবে যুদ্ধটা মরে পাছে।

একটা বিচারও হয়েছিল এক রাতে।
আলোর জন্য দুটো মোমবাতি জ্বলে।
অনেক জটিল বিচারের পর সবে
ঘোষণা ক'রলে বিচারক দোষী ব'লে।

একটি ছেলের শবযাত্রাও হল
গলায় ও হাতে ভেল্‌ভেট ছিল যার।
দুজন পোল ও দুই জার্মান মিলে
বয়ে নিয়ে তাকে রাখল কবরে তার।

প্রোটেস্টাণ্ট ও নাৎসী ও ক্যাথলিক,
সকলেই ছিল, যখন নামালো তাকে।
সব শেষে এক খুদে সোশ্যালিস্ট উঠে
জীবিত সবার ভবিষ্যৎকে দু'চার কথায় আঁকে।

আশাবিশ্বাস অভাব ছিল না মোটে

মাংস ও গম, অভাব মাত্র দুটি।
তাদের দুষো না আশ্রয় নেই শুনে
যদি চুরি করে তোমার একটা রুটি।

আর, কেউ যেন গরীবকেও না দোষে।
রুটি-ভাত দেওয়া কুলোয় না ক্ষমতায়,
পঞ্চাশজন খাওয়াতে যা লাগে সেটা
নেহাৎই ময়দা, আত্মত্যাগ নয়।

মোটামুটি তারা দক্ষিণে চলছিল।
দক্ষিণদেশে—রক্তসূর্য যেথা।
দুপুরবেলায় ঠিক বারোটার কালে
সূর্য যেথায় মাথার ওপরে, সেথা।

অবশ্য তারা এক সৈন্যকে পেলো,
আহত হয়ে সে পড়েছিল ফার গাছে,
সাতদিন ধরে করলে প্রচুর সেবা
যাতে জানা যায় পথটা কোথায় আছে।

বলল সে শেষে : 'বিলগোরে চলে যাও!'
জ্বরের বিকার অনেক গড়িয়েছিল।
অষ্টমদিনে মৃত সেনাটিকে ওরা
কবরে শুইয়ে আবার এগিয়েছিল।

পথেই অনেক নিশানার পোস্ট ছিল
যদিও তুষারে কালিটা গিয়েছে ধুয়ে
আর সে নিশানা ঠিক পথ দেখাতো না,
সেগুলো যে ছিল দুমড়িয়ে বেঁকে হুয়ে।

মর্মান্তিক ঠাট্টা কোনো এ নয়,

প্রচলিত এক যুদ্ধেরই এই প্রথা।
অনেক ঘুরেও তবু হল নাকো জানা
বিলগোরে বলে জায়গাটা হবে কোথা।

দাঁড়াল নেতাকে চারদিক থেকে ঘিরে।
নেতাটি সামনে বরফ-হাওয়ার ঘোরে
ছোট্ট হাতটা মহা কায়দায় তুলে
বললে, 'ওদিকে হবে এই বিলগোরে'।

একরাতে এক আগুন দেখলে তারা
'না যাওয়াই ভালো', তারা ঠিক করে নিল
একবার তিন ট্যাঙ্ক গেল পাশ দিয়ে,
প্রতিটির মাঝে কিছু করে লোক ছিল।

একবার তারা শহরের কাছে এলো,
এড়িয়ে এগোলো শহরটা রেখে ধারে।
যতদিনে তারা অনেকটা এগিয়েছে
ততদিন তারা চলল অন্ধকারে।

আগে যেটা ছিল দক্ষিণপুব পোল্যাণ্ড
তুষার সে দেশে মুছল সবুজ লেখা,—
পঞ্চান্নটি শিশুর দলকে সেই
সেখানে তখন শেষবার গেছে দেখা।

আমি যদি শুধু দুটো চোখ বুজে ভাবি
তাদের চলাটা চোখের সামনে ফোটে।
বোমায় চূর্ণ একটি বাড়ির থেকে
বোমায় চূর্ণ আরেক বাড়িতে ওঠে।

তাদের ওপরে মেঘের রাজ্যে দেখি

আরও কত সব লম্বা লাইন মেলে
খুঁড়িয়ে চলেছে, শীতল বাতাস মুখে,
ঘরছাড়া আর পথহারা সব ছেলে।

খুঁজে ফেরে তারা শান্তিপূর্ণ দেশ,
আগুন এবং বজ্রের দ্যুতিহীন,
যেদেশ ছেড়েছে সেদেশের মতো নয় ;
শোভাযাত্রাটা বেড়ে চলে দিনদিন।
তারপরে সেই আলো-আঁধারির মাঝে
সন্দেহ হয় : সবাই তো এক নয় !
আধচেনা সব আরো কচিমুখ দেখি,
স্প্যানিশ, ফরাসী, পীতকায়ও মনে হয়।

জানুয়ারী মাসে পোল্যাণ্ডে সেবছরে
ঘরছাড়া এক কুকুর পড়ল ধরা।
ঝুলছিল তার শীর্ণ গলায় লেখা
পিচবোর্ড এক, হস্তাক্ষরে ভরা
তাতে ছিল : 'বাচাও এখানে এসে
পথ হারিয়েছি আমরা এখানে সবে।
আমরা এখানে পঞ্চান্নটি প্রাণ
চেয়ে বসে আছি কুকুর ফিরবে কবে।

'একে গুলি করে মেরো নাকো কভু যেন,
ঠিকানা ও পথ ভালো জানা আছে এর,
এর ওপরেই আমাদের নির্ভর,
জীবনের শেষ ভরসা এ আমাদের'।
বাচ্চার লেখা অক্ষরগুলো কাঁচা।
কয়েকটি চাষী পড়েছিল ধরে ধরে।
তারপর থেকে দেড়বছর তো হল
উপবাসী সেই কুকুরটা গেছে মরে॥

সাগর চক্রবর্তী

ঝটিকাবাহিনীর গান

খিধেয় আমি ধুঁকছিলাম
পেটের মোচড়ে বিষণ্ণ
চিৎকার ক'রে বললো কেউ
: ওঠো, দ্যাখো দেশ জাগ্রত !

দেখলাম আমি সজ্জিত
সৈন্যেরা করে কুচকাওয়াজ
যেহেতু আমার কিছুই নেই
হারাবার মতো—, আমিও তাই
ঐ সাথে চলি—যা হয় হোক !

আমিও করছি কুচকাওয়াজ।
ওদের সঙ্গে মিলিয়ে তাল
: 'রুটি আর কাজ !' স্লোগান দিই
আমার সাথে সে লোকটাও।

নেতাদের পায়ে দামী জুতো
হ্যাংচাই আমি খালি পায়ে
তবু করে যাই কুচকাওয়াজ
বেহায়া ক্ষুধাকে চড় মেরে।

বাম পথে আমি চলতে চাই
'দল, দক্ষিণে' !—আদেশ হয় ;
অন্ধের মত মেনে চলি
ভালো বা খারাপ যা হয় হোক।

নতুন একটা পথ দেখি
কোথায় গিয়েছে জানি না কেউ,
ভরা পেট আর ক্ষুধার্ত
মিছিলে মিলেছি একই সাথে।

ওরা তুলে দিল রিভলবার,
ঃ 'মারো আমাদের শত্রুকে'!
যেমনি ছুঁড়েছি গুলি, দেখি
মাটিতে—রক্তে—আমারই ভাই!

সে আমার ভাই! ক্ষুধা-পেট
করেছিল এক দুজনকে।

এবং এখনো মিছিলে যাই
নিজের এবং সহোদরের
শত্রুর সাথে একই সাথে।

তাই হারিয়েছি সোদর ভাই,
তার কাফনের টাকা বুনি!
এখন জেনেছি এই জয়ে
নিজের কবর খুঁড়ি নিজেই!

বাণিক রায়

লাল আর্মির সেনার গান

১

আমাদের দেশ ওরা গিলে খেয়েছে
যা দেখা যায়, এর সব নিঃশেষ,
থুথু ফেলে দেয় আমাদের কালো ফুটপাথে
দেশের রাস্তা যেন বরফ-জমা পায়ের চলন।

২

গলে-যাওয়া এ-সব তুষার লাল সেনাদের বসন্তে দেয় ধুয়ে,
গ্রীষ্মদিনের রক্তবর্ণ শিশু।
অক্টোবরে বরফ পড়তে শুরু করে,
জানুয়ারির বাতাসে এর বুক বরফে ঠাণ্ডা মৃত।

৩

স্বাধীনতার কথা আসে এ সব বছরে,
ভেতরের ঠোঁট থেকে চূর্ণ করেছিল সে
এবং ছাখো, বাঘের মতো চোয়াল দিয়ে অনেককে সে দেখেছিল
অমানবিক লাল পতাকা অনুসরণ ক'রে।

৪

মাঠে যখন চাঁদ সাঁতরে যায়
ঘোড়ার পাশে সকলে বিশ্রাম নেয়
ভবিষ্যতের কথা প্রায়ই তারা বলে
ঘুমিয়ে পড়ে, ঘোড়ার পিঠে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

৫

বৃষ্টি এবং অন্ধকার বাতাসে
কঠিন পাথর নিদ্রার জন্যে মনে হয় বেশ ভালো

আমাদের সব নোংরা দৃষ্টি বৃষ্টি ধুয়ে দেয়, মুছে পরিষ্কার করে
গ্লানি, বহু বিচিত্র পাপ।

৬

আকাশ রাত্রে প্রায়ই লাল হয়ে ওঠে,
মনে করে তারা আবার ওই লাল সকাল এসেছে।
আগুন ছিলো, কিন্তু উষা আসে আবার।
স্বাধীনতা, বৎস আমার, আসে না কখনো।

৭

এবং তাই যেখানেই তারা থাকুক
চারিদিকে তারা দেখে ও বলে ; এ নরক !
সময় বয়ে যায়। শেষ নরক,
কিন্তু তবু সকলের সেই শেষ নরক নয়।

৮

আরো অনেক অনেক নরক আসবে,
বৎস আমার, স্বাধীনতা কখনো আসে নি।
সময় বয়ে যায়। কিন্তু যদি স্বর্গ এখন আসে
ওই আকাশ একই মনে হবে।

৯

যখন একবার আমাদের এই শরীর গিলে ফেলে
দেহের মধ্যে হৃদয় নিঃশেষিত
আমাদের এই চামড়া ও হাড় উগড়ে দেয় সেনারা,
অগভীর ও শীতল গর্তে।

১০

বৃষ্টি থেকে আমাদের এই কঠিন শরীর নিয়ে
তুষার-ক্ষত আমাদের এই হৃদয় নিয়ে
গাঢ় রক্তে কলঙ্কিত শূন্য হাতে আমরা
তোমার স্বর্গে কষ্টহাসি হাসি শুধু॥

রুটি ও শিশুগুলি

১

তারা রুটি খায় নি,
কাঠের বাক্সে রেখে দিয়েছিল,
এর বদলে তারা কিন্তু চিৎকার করেছিল,
পাহাড় খেতে চায় তারা।

২

তাই কবরের মাটি হয়ে গিয়েছিল রুটিগুলি
না-খাওয়া সব রুটিগুলি পড়েছিল ওইখানে
আর আকাশে উদ্‌ভ্রান্ত তাকাচ্ছিল,
ভাঁড়ার ঘরকে কথা বলতে শুনেছিল :

৩

'একদিন হয়তো সঙ্কট আসবে
যখন একটি কণার জন্যে লড়াই করবে
কিন্তু মশলায় উত্তেজিত হয়ে
তাদের ক্ষুধা শান্ত করতে।'

৪

ছেলেরা সব চলে গেছে
দূরের পথে ঘুরতে ও বেড়াতে
চুক্তিহারা দেশে এ পথ চলে গেছে
এবং খ্রিশ্চান রাজ্যের বাইরে।

৫

বর্বরেরা দেখতে পায় শিশুগুলি উপোসী
মুখগুলি কুঞ্চিত ও মলিন।
অসভ্যেরা কিচ্ছু দেয় না তাদের
কিন্তু তাদের ক্ষুধায় রাখতে চায়।

৬

এখন সঙ্কট এসেছে সেখানে
একটি কণার জন্যে তারা লড়াই করতে।
কিছু মশলায় উত্তেজিত হয়ে
তাদের ক্ষুধা শান্ত করবে।

৭

কিন্তু রুটি গবাদি পশুগুলিকে খাইয়েছে ওরা
রুটিগুলি গোরের মাটি হয়ে গেছে, শুকনো খটখটে
তাই ঈশ্বরে সব প্রার্থনা করো :
ওই আকাশে তাদের জন্যে কিছু মশলা রেখো।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধার সময়ে

ওরা বলবে না : বাতাসে কখন কেঁপে উঠেছিল বাদামগাছ
তা না বলে : কবে মজুরদের দফারফা করল রঙের কারবারি।
ওরা বলবে না : ছেলেরা কখন ঢালে ঠেলে দিল গড়াল পাথর
তা না বলে : কবে থেকে প্রস্তুতি আরম্ভ হল মহাযুদ্ধের।
ওরা বলবে না : মেয়েটি কখন ঢুকে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতরে
তা না বলে : কবে থেকে শ্রমিকের প্রতিরোধে জোট বাঁধল বৃহৎশক্তি।
যাই হোক, ওরা বলবে না : অন্ধকার যাচ্ছিল সময়টা
তা না বলে : কবি কেন কলম থামিয়ে চুপ হয়ে বসেছিল ?

সুখের তালিকা

ভোরের প্রথম জানলা পেরিয়ে দেখা
ফের ফিরে পাওয়া হারানো পুরোনো বই
মুখ আর মুখ উৎসাহ ঝলমল
বরফ, ঋতুবদল
খবরকাগজ
কুকুর
তর্কবিচার
বর্ষার ধারা পোয়ানো, সাঁতার দেওয়া
পুরোনো সুরের বাজনা
আরাম জড়ানো জুতো
সামিগ্রি ঘরে তোলা
নতুন বাজনা
লেখালেখি, গাছ রোয়া

বেড়ানো
গানের আলাপ
এবং বন্ধু হওয়া

রাতের মেঘের গান

রাতের মেঘের মতো সাড়হীন হৃদয় আমার
আর ঘরহারা, ওগো প্রিয় !
গাছ-মৃত্তিকার মাথা ছাওয়া ওই মেঘ
যে জানে না কেন, কী কারণ।
দূর বেড়ে বেড়ে যায় চারি ধার ভরে।
রাতের মেঘের মতো বনভার হৃদয় আমার
আর জ্বালা ধরা, ওগো প্রিয় !
নিজেতে নিজেই হয়ে উঠবে যে বিপুল আকাশ
জানে না সে কেন, কী কারণ।
একলা রাতের ওই মেঘ আর বাতাস।

প্রবল দস্যুরা এল ঘরে

প্রবল দস্যুরা এল ঘরে
আমি দোর খুলে রাখলুম,
শুনলুম ডাকছে আমারই
নাম ধরে, বেরিয়ে এসেছি !

কোনো দাবি জানাল না কেউ
চাবি নিয়ে বেরিয়েছি ঘরে,

ঘটল না কোনো অপরাধ,
খালি খুঁজে পাওয়া, খুঁজে পাওয়া।

বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে

ফল গাছ ধরে না যে ফল
তাকে বলে বাঁঝা। কে বিচার
করেছে মাটির ?

গাছের যে ডাল ভেঙে পড়ে
বলো পচ লাগা, দেখেছ কি
বরফের দাঁত ছিল কি না ?

ঢেলাপাথরের মাছুয়া

ভীমসেন সে জেলে এসে ফের আবির্ভাব হয়েছে। ভাঙাসাঙা ডিঙি চড়ে
ভোরের পয়লা দীপ জলে ওঠা থেকে শেষ আলো নেবানো হয় যখন সাঁঝে
সেই পর্যন্ত মাছ ধরে চলেছে লোকটা।

গাঁয়ের লোকে বালিনুড়ির পারে বসে বসে দেখতে থাকে লোকটাকে,
আর হাসে দাঁত বের করে। জাল ফেলছে ইলিশ পেতে আর জালে উঠছে দেখ
খালি ঢেলা আর ঢেলাপাথর।

হাসতে থাকে সব। পুরুষরা এ ওর পিঠে থাবড়া দেয়, মেয়েরা দুহাতে পেট চেপে

ধরে আর ছেলেপুলেগুলো উঁচোয় লাফ দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকে হাসির দমকে।

যখন সে ভীমসেন জেলে ওপরমুখে টান দিয়ে তোলে ছেঁড়া জালখানা আর দেখে খালি ঢেলা আর ঢেলাপাথর সে লুকোয় না, না লুকিয়ে সবল তাঁবাটে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে টেনে আনে ঢেলাপাথরগুলো, আর উঁচু করে ফের তুলে ধরে হতভাগা লোকগুলোর মুখের ওপর।

বিপ্লবের অজানা সৈনিকের কবরফলক

এখানে হয়েছে হত বিপ্লবের অজানা সৈনিক।
স্বপ্নে দেখলুম তার কবরফলক।
পাশ পাঁকে পড়ে আছে। দুটো খণ্ড শেওলা পাথর।
লিপি খোদা নেই। কিন্তু দুয়ের একটি
বলতে লাগল।

এখানে শয়ান যে সে কুচ করে গিয়েছিল জেনে।
বিদেশ বিজয়ে নয়, আপন দেশের
পার পেতে। কারো জানা নেই
নাম তার। ইতিহাস বইয়ে
নাম লেখা যারা তাকে মেরেছে, তাদের।

সে বাঁচতে চেয়েছিল মানুষের মতো তাই তাকে
খুন করা হল বুনো জন্তুর মতন।
তার শেষ কথা এক নিঃসাড় আওয়াজ
বেরিয়ে এসেছে বলে গলা-টেপা রুদ্ধ নলি থেকে,
কিন্তু সেই নিশ্বাস আওয়াজ বয়ে বয়ে নিয়ে গেল
হিমানী বাতাস—অগণিত হিমে জমা মানুষের কাছে।

শেষ ইচ্ছা

আলতোনার মজুর মহল্লায় হানা দিয়ে
আমাদের চারটিকে ওরা তুলে নিয়ে গেল। তারপর
পঁচাত্তরজনাকে হেঁচে টেনে নিয়ে চলল বধদণ্ড দেখতে।
এই দেখতে পেলে তারা : তরুণতমটি, দিব্য দশাসই, তাকে যখন
শুধোনো হয়েছে তার শেষ ইচ্ছেটি কী (যেমন নিয়ম, সেইভাবেই)
আভিজে গলাতে বললে সে, শুধু আরেকবার
বাঁধা খুলে দেহটাকে টানটান মেলে দেওয়া শেষবারের মতো।
বেড়ি খুলতেই ছুটো তীব্র মুঠো সবলে হাঁকড়ে
দিয়েছে সে নাৎসি সেনানেতার চিবুকে
পূর্ণ জোরে। এক ফালি কাঠের সঙ্গে পাকে পাকে মুহূর্তে তখুনি
আছমোড়া বাঁধন পড়ল, উর্ধ্ব করা মুখ, এক ঘায়ে ওরা
উড়িয়ে ফেললে মাথাটাকে।

চেরি চোর

একদিন খুব ভোরে, মোরগ ডাকারও ঢের আগে
শিস শুনে জেগে উঠি, জানলার ধারে গিয়ে দেখি
ছায়া ভোর মেলে আছে বাগান ভর্তি—আর আমার
চেরি গাছে উঠে বসে আছে এক তরুণ যুবক, তার প্যান্টে তালি মারা-
খুশি মনে আমারই গাছের চেরি ছিঁড়ছে তুলছে। আমায় দেখেই
মাথা নাড়ল, তারপরেই গাছ বেঁকে চেরি তুলে ভরছে পকেটে।
ফের আবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই কতক্ষণ ধরে
ছোটো ফুর্তি গানটুকু শিস দিয়ে বাজিয়ে চলেছে।

অতিথি

মেয়ে প্রশ্ন করে চলে, বাইরে রাত পড়ছে এদিকে।
দ্রুত সারা হয়ে গেল সাত বছরের গল্প যত।
লোকটি শুনতে পায় উঠোনে মুরগি মারছে ওরা,
জানে সে একটাই হতে পারে বড়ো জোর।

কালকে খাবার মাংস হয়তো খুব বেশি জুটবে না।
মেয়ে বলছে, জোরদার লেগে পড়ুন। লোকটি বলে, না গো, নামবে না
আসবার আগে তুমি তখন কোথায় ছিলে ?—না, সে নিরাপদে।
কোত্থেকে আসছ ?—এই তো লাগোয়া শহর, খুব কাছে।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা ব্যস্ত হয়ে, সময় বয়ে যায়।
মৃদু হাসে মেয়ের মুখ চেয়ে : ভালো থেকো।—আর তুমি ?
শ্লথ হয়ে খসে যায় হাত থেকে হাত। মেয়ে দেখছে
অচেনা ধুলোর রেণু জুতো ভর্তি হয়ে জমে আছে।

'মাদার কারেজে'র গান

ফাল্গুন মাসে রুয়েছিলাম গাছ,
হেসে পড়ে যদি বাগানটুকু।
আষাঢ় মাসে শিউরে উঠি সুখে—
এতখানিক গোলাপ ধরে আছে !
মধুর হাওয়ায় ছড়ায় সুবাস তারই
ভগবানের আশিস তাদের পরে
এমনি যাদের বাগান হেসে পড়ে !
আষাঢ় মাসে শিউরে উঠি সুখে।

যখন তুষার পড়ছে এলোমেলো,
ঝোড়ো বাতাস বইছে সগর্জনে,
খামারবাড়ি দেয় ডেকে আশ্রয়।
চতুর্ধারে শীতের তাড়াহুড়ো,
নেই আমাদের একটুও উদ্বেগ।
আমরা আছি সুখে এবং ওমে !
যদিও ঝড় বইছে এলোমেলো
খামারবাড়ি দেয় ডেকে আশ্রয়।

মাদার কারেজের গল্প

এক ছিল মা, সবাই ওরা
অভয়া মা ডাকত তাকে,
ত্রিশ বছরের লড়াইয়ে সে
খাবার বেচত ফৌজব্যারাকে।

চোখরাঙানি লড়াইয়ে তার
মিয়োয় নি মুখ, কথার বেঁধা,
তিনটে পেটের পাছ নিত তার
তাদেরও ভাগ জুটত সেথা।

প্রথম ছেলে মরল সে বীর,
দুই, সে ভালো ছেলের মতন,
বিঁধল গুলি মেয়েকে যার
বড্ড ভালো ছিল গো মন।

নতুন বাড়ি

পনেরো বছর নির্বাসনের পর দেশে ফিরে
বাস নিলুম সুন্দর একটা বাড়িতে।
এখানে দেয়ালে ঝুলিয়েছি
নো-মুখোশ আর সংশয়কারীকে নিয়ে স্কুল ছবি।
প্রতিদিন ধ্বংসের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাই আর মনে হয়
বাড়িটুকু পেয়ে যে বিশেষ সুবিধে ভোগ করছি তার কথা। আশা করি
এর ফলে যে সব রন্ধ্র গর্তের মধ্যে পুঞ্জ হয়ে উঠছে লক্ষ হাজার
হতবুদ্ধি লোকে সহিষ্ণু হয়ে উঠব না তার ওপরে। এখনও অবধি
দেখতে পাই কাবার্ডের মাথায় লেখাপত্র সুদ্ধ, আমার
স্যুটকেস্ পড়ে আছে।

অনুজাত

মানি যে, আমার
আশা নেই।
বেরোবার পথ বলাবলি করে অন্ধ যারা। আমি
দেখি।

যখন সমস্ত ভুল নাড়াচাড়া হয়ে গেছে, শেষ
সঙ্গী হ'য়ে এসে মুখোমুখি
বসল শূন্যতা।

বুদ্ধের দহমান-গৃহ নীতিপাঠক

গৌতম বুদ্ধ শেখালেন
যে লোভচক্রে বদ্ধ আমরা তার এক প্রপাঠক, এই তাঁর উপদেশ :
য়েন আমরা কামনা বর্জন করি আর তার ফলে অকামিত হয়ে
প্রবেশ করতে পাই যাকে তিনি নির্বাণ বলেন, সেই শূন্যতায়।
তখন এক শিষ্য তাঁর প্রশ্ন করছে একদিন এসে,
ভদন্ত, এই যে শূন্যতা, এ কেমন ? প্রত্যেকে আমরা
কামনা ত্যাগ করব যে আপনার উপদেশমতো, বলে দিন,
তারপরে প্রবেশ করব যে শূন্যতায় সে কি প্রধানত
সকল সৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে ওঠার শূন্য, যখন
জলে শুয়ে শুয়ে, ভারহারা দেহ, দুফরবেলাতে
প্রায় চিন্তারিক্ত হয়ে পরম আলস্যে শুয়ে থাকা, কিংবা তন্দ্রা ঘোরে
অচেতনে কমলি টান করে দ্রুত নেমে যাওয়া অতল তলায়, বলুন, এই
শূন্য, এ কি এমনি সুখাবহ একটা অবস্থা, এক আনন্দজনক
শূন্যতা, না কি সে কেবলই নাস্তি, ঠাণ্ডা সাড়স্পন্দহীন মহাশূন্য !
ভগবান বুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন :
তোমার এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই।
কিন্তু সন্ধ্যাবেলা, সব চলে গেলে পরে তাও তিনি
পিপ্পলি গাছের নিচে বসে রয়েছেন, অপরদের, যারা
শুধোয় নি কিছু তাদের সম্ভাষ করে বললেন তখন এই নীতিগল্প :
শোনো, কত দিন আগে আমি একটা বাড়ি দেখেছিলুম। তাতে আগুন
লেগেছে।
শিখা জিভ দিয়ে ছুঁয়েছে ছাদ অবধি। কাছে উঠে গিয়ে দেখি তখনো ভেতরে
লোক বসে আছে। দরজা ঠেলে খুলে তাদের বললাম,
ছাদ অবধি যে ধরে গেছে ! অনুনয় করছি যেন সব
এখুনি বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। কিন্তু লোকগুলোর
তাড়া আছে বলে বোধ হয় না। একজন, তখন তার ভুরু
ঝলসে উঠছে, মুখ তুলে জানতে চাইল, বাইরেটা কেমন, বৃষ্টি
হচ্ছে না তো, ঝড়বাতাস নেই তো, আরেকখানা বাড়ি মিলবে তো তাদের

থাকবার, এইরকম আরো নানা প্রশ্ন সব। উত্তর না দিয়ে
বেরিয়ে এলুম। মনে হল এই সব লোক এদের
প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগে পুড়ে মরবার দরকার। ঠিকই, বন্ধুগণ,
একটা লোক যদি না সে পায়ের মাটিতে এত তাপ বোধ করছে যে সে ঠাঁই
তিষ্ঠিত থাকার চেয়ে বদলে নিতে চায় যে কোনো স্থানান্তর, তাকে আমার
কিছুই বলবার নেই। এই বললেন গৌতম বুদ্ধ।
কিন্তু আমরাও তো আর আত্মসমর্পণের শিল্পে তত যুক্ত নই, বরং যাকে বলে
অনতি স্বীকারে, পার্থিব লক্ষণাক্রান্ত নানাবিধ প্রস্তাব পেশ করছি আর
লোকদের মিনতি করছি তাদের মানুষ নির্যাতনকারীদের
ঝেড়ে ফেলতে, আমরাও বিশ্বাস করি, ঘাড়ে এসে পড়া ক্যাপিটালের
বোমারু স্কোয়াড্রনের মুখে দাঁড়িয়েও যারা শুধু প্রশ্ন করে চলে
কিভাবে এইসব আমরা করব বলে বলি, কিভাবে তা ভাবছি আদৌ, আর
একটা বিপ্লবের পর তাদের সঞ্চয় বা সানডে ট্রাউজারের বা কী দশা হবে তাদের,
আমাদের বেশি কিছু বলবার নেই।

মারি এ-র স্মৃতি

নীল সেপ্টেম্বর মাস, তারই এক দিনে
প্লাম গাছ তারই রোগা ছায়ার তলায় চুপ করে
তাকে ছুঁয়ে বসে আছি, বোবা আবছায়া ভালোবাসা,
যেন সে স্বপন, যে স্বপন মুছবে না।
মাথার ওপরে দীপ্ত গ্রীষ্মের দ্যুলোকে
চোখে চোখে থাকা এক মেঘ ভেসে যায়
যেন ভারি শুভ্র আর অনেক উঁচুতে
চোখ তুলে দেখি ভেসে গেছে সে কখন।

সেদিনের পরে কত চাঁদ আর চাঁদ
আকাশ সাঁতার দিয়ে স্তব্ধ ডুবে গেছে।

সেই প্লাম গাছ কাটা পড়েছে নিশ্চয় কাঠ হয়ে
যদি জানতে চাও সেই প্রেম এখন লাগছে কেমন ?
স্বীকার করতে হয় : সত্যি তত মনে নেই আর,
তবু বুঝি, কোন সে কথাটি ঠিক জানতে চাইছ।
কেমন ছিল সে মুখ, না, আজ আর বলতে পারব.না।
শুধু মনে পড়ে : চুমু খেয়েছি সে মুখ সেইদিনে।

চুমুর কথাতে বলি, সেও ভুলতুম ঢের আগেই,
শুধু সেই মেঘ সেই আকাশে আকাশে ভেসে চল।
আজও মনে পড়ে, যেন ভুলব না কখনো মনে হয়,
ভারি শুভ্র মেঘ ভেসে চলেছিল খুব উঁচু দিয়ে।
হয়তো সে প্লাম গাছে মঞ্জরি ধরেছে আজকেও,
সে মেয়ের সপ্তমী সন্তান বসে আছে তার নিচে,
তবু সেই মেঘ ফুটে উঠেছিল শুধু ক-মিনিট, চোখ তুলে
চাইলুম, তখুনি মিলিয়ে গেল হাওয়ার ভেতর।

পৃথিবীর বন্ধুত্ব বিষয়ে

১.

হিম হতাশার এই ঝোড়ো পৃথিবীতে
তোমরা সবাই এলে নিঃশেষে উদোম
ঠাণ্ডা কন্‌কন্‌ শুয়ে ছিলে যতক্ষণ
না এল সে নারী এক, কাপড় জড়িয়ে দিল গায়ে।

২.

অনাহূত, কুশল শুধোয়নি কেউ, কোনো
সইস আর কোচগাড়ি নিয়াসেনি অভ্যর্থনা করে,
এই আদি দেশে ছিলে তোমরা নিস্পর যতক্ষণ
না এল পুরুষ এক, হাতে তুলে নিল এসে হাতে।

হিম হতাশার এই ঝোড়ো দেশ থেকে
তোমরা চলে যাও পচে আবর্জনা হয়ে।
প্রায় সকলেই ভালোবেসেছিল পৃথিবীকে, আর
তখুনি সজোরে ছোঁড়া হল দুটো তীব্র পাথর।

শেষ গান

এই ভাবে খোদা হোক শেষ শিলালিপি
(ভাঙা সে ফলক শেষ পাঠকবিহীন) :

ফেটে পড়তে চলেছে এ গ্রহ।
যাদের দিল সে গ্রাস তারাই বিলয় করবে এর।

ধনতন্ত্র উদ্ভাবনা কোনোমতে একত্র বাঁচার পথ বলে।
পদার্থতত্ত্বের কথা চিন্তা করে তারপর ভেবেছি আরো কিছু
একত্র মরার সোজা পথ।

আমি কিছু বলছি না আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে

শুনেছি তৈমুর ক্লেশ মেনেছিলেন বিশ্ববিজয়ের।
আমি তাঁকে বুঝতে পারি না ;
খানিকটা কষকষে মদ, তাতেই তো ভুলে যাওয়া যায় দুনিয়াকে।
আমি কিছু বলছি না আলেকজান্দারের বিরুদ্ধেও
শুধু
আমি দেখেছি এমন সব লোক

চোখে পড়বার মতো—
ভীষণ প্রশংসনীয়, সব্বায়ের,
শুধু এরই কারণে যে তারা
আদৌ জীবিত ছিল।
বড়ো বড়ো লোকে বড্ড ঘাম উৎপাদন করে ফেলে
এতে করে একটাই প্রমাণ হয়, তারা
আপনা নির্ভর হতে হলে কোথাও টেঁকে না
এই ধূমপান করছে
এই মদ্যপান করছে
এইরকম সব।
আর তারা ভয়ানক হীনমনও বটে
একটি নারীর পাশে বসে
একটু সুখ পাবার পক্ষে।

১৯৩৯ : রাইখ থেকে একটুকরো খবর

রঙের মিস্তিরি বলছে সুদিন আসছে, তার কথা
বন বেড়ে ওঠে।
প্রসবিনী হয়ে ওঠে মাঠ।
শহর দাঁড়িয়ে থাকে অবিচল পায়ে।
মানুষ নিশ্বাস নেয় আজও।

ছোটোদের জন্যে গান, উল্‌ম্‌ ১৫৯২

বিশপ, আমি উড়তে পারি, বিশপ,
দর্জি বলল বিশপ মশাইকে।

দেখুন, দেখুন, কায়দাখানা কেমন!
বলে উঁচোয় বাইছে লোকটা, তার তল্পিতল্পা ঠিক সে যেন ডানা
চড়ল উঠে গির্জের ওপর এস্তটা সেই ছাদে।
বিশপ চলে গেলেন।

যত্ত বাজে কথা,
মনিষ্যি কি পাখি,
কোনোকালেই উড়বে না কেউ জেনো,
বিশপ মশাই বললেন দর্জিকে।

দর্জি গো—তা যেমন-তেমনি, খুব হয়েছে,
লোকে গিয়ে বলল বিশপকে।
গোটা মেলায় সেই একখানাই খবর।
ডানা চুরমার আহা লোকটা আছড়ে পড়লে গো আহা লোকটা
শক্ত কঠিন পাথর চাতাল ভুঁয়ে।
গির্জে ভর্তি বাজাও ঘণ্টা বাজাও—

যত্ত বাজে কথা,
মনিষ্যি কি পাখি,
কোনোকালেই উড়বে না কেউ জেনো,
বিশপ মশাই বললেন লোকদের।

শিল্পদেবীরা

যখন লোহার মানুষ করে প্রহার
শিল্পদেবীরা আরো জোরে গেয়ে ওঠে।
কাজল ঘনানো দুটি চোখ মেলে তাকে
কুকুরীর মতো সেবা করে, পুজো করে।
ব্যথায় মুচড়ে ওঠে শ্রোণী থেকে থেকে।
কামনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে দুই উরু।

শিশির ভট্টাচার্য

প্রেমগীতি

১

চিরন্তন সেই পরম দিনে
তোমার সঙ্গ শেষ হল যেই
দৃষ্টি হল স্বচ্ছতর ও
যা দেখি সবই আনন্দময়।

স্পর্শমধুর সে সন্ধ্যার পর
তুমি তো জানই কোন্ সে ক্ষণ,
লঘুতর হল চলার ছন্দ
মুখমণ্ডলও প্রশান্ততর।

আর যত গাছ লতা ও গুল্ম
প্রান্তর সব শ্যামলতর
অবগাহনের স্রোতস্বতীটি
হল স্নিগ্ধ শীতল উত্তাপহর।

একটি প্রেমময়ী নারীর গীতি

১

তোমার আদর যখনই পাই
প্রায়শঃ আমার মনে হয়
এখনই যদি মরণ আসে আমার
জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তবে
সুখী হয়েই তো রইতাম আমি

তারপর বুড়োবয়সে যেদিন
আমার কথা পড়বে মনে
এই চেহারা নিয়েই আমি
ভাসব তোমার চোখে
তোমার প্রেমিকা সেদিনও ঠিক
এমনি তরুণীই যাবে রয়ে।

২

গোলাপ চারার সাতটি ফুলের
ছ'টিই যদি নেন পবনদেব
তবে শেষ যেটি থাকবে ডালে
সে তো থাকবে আমারই
একটি ফুল আমিই পাব।

আমি সাতবার ডাকলে
ছ'বারই যদি সাড়া নাও দাও,
তবে কথা দাও অন্তত সপ্তমবারে
অতি অবশ্য তুমি আসবেই।

৩

আমার প্রিয়তম মানুষটি
আমাকে একটি বৃক্ষশাখা
উপহার দিয়েছিল। পাতাগুলি তার
সবই আজ হলুদ।

শেষ হয়ে এলো বছরটি
আমাদের প্রেমের কিন্তু
সবে হল শুরু।

নীহার ভট্টাচার্য

'দি মাস্ নামে' নাটক থেকে

পণ্যের গান

ধান ফলে নদীর সেই মোহনায়।
উজানের দেশে লোকেরা চাল চায়।
যদি আমরা গুদামে করি সে চাল মজুত
দাম তখন বাড়বে তা বাড়ুক।
চালের নৌকার মাঝিরা
আরো কম চাল পাবে তারা
আমার কাছে তখন চাল হবে আরো সস্তা
চাল বস্তুটা আসলে কী?
আমি কি জানি, চাল কী?
জানি কি আদৌ, কে জানে তা!
চাল কি আমি জানি না তা
জানি শুধু তার দরটা।
আসে শীত, লোকেরা চায় পোশাক।
তখন নেবে তারা তুলো, দেবে না।
শীতে পোশাকের দাম তবু বাড়বে না!
সুতোকলে দেয় মোটা মজুরী।
আসলে তুলোর পরিমাণই বেশী।
তুলো বস্তুটা আসলে কি?
আমি কি জানি, তুলো কী?
জানি কি আদৌ, কে জানে তা!
তুলো কি আমি জানি না তা
জানি শুধু তার দরটা।
তেমনি মানুষে গেলে বড় বেশী
তাই তো মানুষের দল এত বেশী।
আর গেলার সে ব্যবস্থা করে মানুষেই।

রাঁধুনীরা তৈরী করে তো সস্তাতেই।
কিন্তু খেয়ে ওরা বাড়ায় দাম।
আসলে মানুষের সংখ্যাই কম।
মানুষ বস্তুটা আসলে কী?
আমি কি জানি, মানুষ কী?
জানি কি আদৌ, কে জানে তা
জানি শুধু তার দরটা।

নীহাররঞ্জন বাগ

মৃত্যু-দিবসে লেনিন-আলেখ্য

১

গল্প আছে—
লেনিন যখন মারা গেলেন,
সমাধিসান্ত্রীদের একজন তার সঙ্গীকে
বলেছিল : আমি বিশ্বাস করতে চাইনি,
গেলাম সেখানে, লেনিন যেখানে শুয়ে,
তাঁর কানের কাছে চেঁচিয়ে বললাম, 'ইলিচ শোষকেরা আসছে !'
একটুও নড়লেন না তিনি। তখন বুঝলাম, তিনি মারা গেছেন।

২

যদি কোন মহান মানুষ চলে যেতে চান
কিসে তাঁকে আটকাবে ?
তাকে বলে : যে কারণে তিনি অপরিহার্য
তাই তাঁকে ধরে রাখে।

৩

লেনিনকে তবে কিসে আটকানো যেত ?

৪

সৈনিকটি ভাবছিল :
তাঁর যদি কানে ঢোকে শোষকেরা এসে গেছে
অসুস্থ হলেও তিনি উঠে বসবেন।
হয়তো ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি আসবেন হয়তো শরীরটাকে টেনেটুনে
তিনি আসবেন
কিন্তু তিনি উঠে বসবেন আসবেন
আর শোষকের বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন।

৫

সৈনিকটি একথাই জানতো, লেনিন
আজীবন
শোষকের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

৬

আর সৈনিকটি যখন শীতপ্রসাদ দখলের যুদ্ধে অংশ নেবার পর
বাড়ি যেতে চাইল, কেননা বাবুমশাইদের
জমিজিরেৎ কবেই তো ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষ,
লেনিন বললেন :
আর কিছুকাল থাকো!
শোষকেরা রয়েছে এখনও।
এবং যদ্দিন শোষণ রয়েছে
যুদ্ধও চলবে তদ্দিন
যতদিন তুমি আছো
ততদিন তোমার যুদ্ধও।

৭

দুর্বলেরা যুদ্ধ করে না। সবলেরা
ঘণ্টাটাক বড়জোর।
যারা আরও কিছু বলীয়ান তারা করে
অনেক বছর। আর
বলিষ্ঠেরা সমগ্র জীবন
—এই হ'ল বলীদের ব্যাকরণ।

৮

(বিপ্লবীর প্রশস্তি)
যখন শোষণ মাত্রা ছাড়ে
অনেকে নিরুদ্যম
কিন্তু তাঁর উদ্যম বাড়ে

তাঁর যুদ্ধ সংগঠিত হয়
মজুরির আর পানীয়ের
আর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের
মালিকেরা প্রশ্ন করেন
কোত্থেকে তুমি এলে
প্রশ্ন করেন দার্শনিকদের
কার সেবাদাস তুমি
কারো মুখে যেখানে রা নেই
সেখানেই তিনি সোচ্চার
আর শোষণ যেখানে কায়েম
এবং কথাটা ভাগ্য নিয়ে
সেখানেই তিনি সাফ সাফ বলে দেন

টেবিলে বসলে
খুলে দেন অসন্তোষের থলি :
অতি জঘন্য আমাদের খাদ্য
যেখানে মাথা গুঁজি, ঝুপড়ির বেহদ্দ
যেদিকে ওরা তাঁকে তাড়া দেয়
বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে, এবং যেখানে
করুক অন্তরীণ
সেখানে ঘনায় ঘোর অশান্ত দিন

লেনিন প্রয়াত, অনুপস্থিত তিনি।
জয় করায়ত্ত বটে কিন্তু দেশ বিধ্বস্ত তখনও
জনগণ উঠেছেন জেগে, কিন্তু
তখনও পথ অন্ধকারে।
লেনিন আর নেই—
ফৌজিরা বসেছে পাথরে—চোখের জল
শ্রমিকেরা যন্ত্র ছেড়ে এসেছে বেরিয়ে

মুঠো থরোথরো, দুর্বল।

১০

লেনিন চলে যান, যেন
গাছ তার পাতাদের বলে :
যাই।

১১

তারপর কেটে গেছে পনের বছর
এক-ষষ্ঠাংশ পৃথিবী
শোষণের থেকে মুক্ত।
'শোষকেরা আসছে', এই ডাকে
নতুন যুদ্ধের জন্য জনগণ
নিয়ত তৈয়ার।

১২

লেনিন ঘুমিয়ে
শ্রমিকের বিশাল হৃদয়ে।
আমাদের শিক্ষক লেনিন
সহযোদ্ধা আমাদের
লেনিন শায়িত
শ্রমিকের বিশাল হৃদয়ে।

কমরেড এসো, দলে এসো

কমরেড এসো, দলে এসো
কমরেড জেনে নাও কে তোমার আপন
শ্রমিকের দলেতেই থাকবে তুমি
কারণ খেটে খাওয়া তুমি একজন।

মানুষের তো মানুষেই পরিচয়
(কিন্তু) খাবার তার তো কিছু দরকার
শুধু নীতির কথা কিম্বা বক্তিমে ভাই
বল খালি পেটে কত আর সয়।

মানুষের তো মানুষেই পরিচয়
(তাই) জামা জুতো তারও দরকার
শুধু নীতির ক্যানেস্তারা পিটবে যদি
বল রুখবে কে শরীরের ক্ষয়।

মানুষ কি এতই অবাস্তব
কারো লাথি কেন সে মুখে সইবে
তার পায়ের তলায় কেন রবে ক্রীতদাস
কিম্বা মাথার ওপর ঈশ্বর।

শ্রমিক তো আসলে সে শ্রমিক
তাকে মুক্ত করতে কে আর আসবে
(তাই) শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি দুনিয়া জুড়ে
শ্রমিক, তুমিই আনবে।

'শোয়াইক ইন দি সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার' নাটক থেকে

হিটলারকে ঘুরে শোয়াইকের গান / ১

তুমি থাকতেও পারছ না, তুমি যেতেও পারছ না।
তোমার ওপর দিকটা পচা, তোমার নিচের দিকটা গলা।
পুব আকাশে লাল ফৌজের মাথার ঝুঁটি লাল—
রাশিয়ার প্রান্তরে তোমার বন্ধ হলো চলা।
এবার ভাবছি তোমায় নিয়ে করবোটা কি ?
শিসের গুলিতে ঝাঁঝরা করবো—নাকি,
পাতলুন ফুলে ছড়াব বিষ্ঠা তোমার মাথায়।

তুমি থাকতেও পারছ না, তুমি যেতেও পারছ না
তোমার ওপর দিকটা পচা, তোমার নিচের দিকটা গলা।

মোলডাউ নদীর গান / ২

সময়টা তো পাল্টে যাচ্ছে, যেতেই হবে।
শাসন যারা করছে তাদের সব কুচক্র ব্যর্থ হবে।
রক্তলোভী মোরগ যেমন এরাও তেমনি ঝুঁটি নাড়ছে।
কিন্তু গায়ের জোরে তো সব হবে না—
সময়টা তো পাল্টে যাচ্ছে।
মোলডাউ নদীর তলায় পাথর নড়ে যাচ্ছে।
প্রাগ শহরের মাটির ধুলোয়
তিন সম্রাট ধুলো হচ্ছে।
নিচুটা যে উঠে আসছে
উঁচু তাই আর উঁচুতে থাকবে না।
বারো ঘণ্টা রাতের ভাগে
তারপরে তো দিন আসছে, দিন আসছে।

অরুণ মুখোপাধ্যায়

'দি গুড সার্মন অফ সেৎস্কুয়ান' নাটক থেকে

অষ্টম হাতীর গান

সাতটা বুনো হাতী
মালিক সদাগরের কাজে খাটতো দিবা রাতি
রাতের মধ্যে সমস্ত বন করতে হবে সাফ্
জোরে ছোটো গাছ উপড়াও সাতটা হাতীর কাজ।

আরো একটা হাতী ছিল বণিকের পোষ মানা
সাতটা হাতীর কাজকর্ম করতো দেখাশোনা
পোষ মানা সেই হাতীর পিঠে বসতো সদাগর
দুল্‌কি চালে চলতো হাতী বনের ভিতর।

মাটি খোঁড়া জোর ছুটেছে নেইকো থামা আজ।
রাতের মধ্যে করতে হবে বন পরিষ্কার
সকাল হ'লেই মিলবে তাদের কাজের পুরস্কার।
সাতটা হাতী খেটে খুটে করলো বন সাবাড়
অষ্টম হাতীর গলায় ঝোলে পুরস্কারের হার।
সাতটা হাতী ক্লান্ত হ'লো বণিকের কাজে
অষ্টম হাতী ঝলমল করে নতুন নতুন সাজে।
সাতটা হাতীর দাঁতগুলো সব ভেঙে চুরমার।
অষ্টম হাতীর সাজানো দাঁত ঝকমকে বাহার।

মানিক চক্রবর্তী

আমরা একটা ভুল করেছি

তোমার আগেই বলা উচিত ছিল
আমরা একটা ভুল করেছি,
তাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ।

তুমি বলতে পারতে : আমার
চোখ যদি আমাকে বাধা দেয়
তাও আমি উপড়ে ফেলতে পারি।
তাতে অন্তত এটুকু বোঝা যেত
তুমি আমাদের বন্ধন স্বীকার করছো
যেভাবে একজন মানুষ
নিজের চোখের সঙ্গে বন্ধন স্বীকার করে।

ভালোই হলো, কমরেড, কিন্তু
তোমাকে বোঝাবার সুযোগটুকু অন্তত দাও :
এখানে মানুষ মানে আমরা, আর তুমি

কেবলমাত্র মানুষের চোখদুটো।
আর কাকেই বা এর আগে বলতে শুনেছো
তার চোখের কথা একেবারে শূন্য করে দিয়ে
যখন একজন ব্যক্তির সেটা আছে এবং ভুল করছে ?
সে-ই বা কোথায় গিয়ে বাঁচবে ?

জ্বলন্ত গাছটি

বিকেলের বায়বীয় লাল কুয়াশার ভেতর দিয়ে
আমরা দেখতে পেতাম লাল শিখাগুলো উজ্জ্বল থামের মতো
ধূমায়িত কালো স্বর্গের দিকে।
নিচে মাঠের মধ্যে রুদ্ধ নিস্তব্ধতায়
ফাটছে
একটি জ্বলন্ত গাছ।

ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ছড়ানো সেই শক্ত ভয়ার্ত শাখাগুলি
নৃত্যপর লালে ঘেরা কালো রঙ
স্ফুলিঙ্গ-ঝর্ণার মধ্যে।
কুয়াশার মধ্য দিয়ে আগুনের বিশাল ঢেউগুলি বয়ে যাচ্ছে।
ভয়ংকর শুকনো পাতাগুলো পাগলের মতো নৃত্য করছে
অত্যুজ্জ্বল, আগুন, যার পরিণতি ছাইয়ে
এখন শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে প্রাচীন গাছের গুঁড়িকে ঘিরে।

এখনও, সেই শুদ্ধ ও প্রচুর আলোকিত রাতে
যেন এক ঐতিহাসিক যোদ্ধার মতো, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত
অথচ সম্রাটের তাচ্ছিল্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে সেই জ্বলন্ত গাছ।

তারপরই হঠাৎ সেটা অনেক ওপরে উঠে গেল, কালো পুড়ে-যাওয়া শাখাসমেত
তখনও মাথার ওপর কিছুটা শিখা আছে—
ঋজু উদ্ধত সেটা দাঁড়িয়ে থাকল কালো স্বর্গের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য
তারপর সেই গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ি, লাল বিদ্যুচ্চমকে ঢাকা
আস্তে আস্তে গুঁড়ো হল।

গৌতম চৌধুরী

'খড়ির গণ্ডি'র গান

সারা বছর রক্তে ঘামে
ফসল ফলাই অনেক দামে
মহাজনের লেঠেল পাইক যতই করুক ধাওয়া
এবার গোলায় তুলছি সে ধান
মাথায় ছুঁয়ে মাটির এ দান
সবাই মিলে নবান্নেতে খুশির এ গান গাওয়া।

২

কাছারিতে খুব ভিড়, কেরানীরা
কাজ করে সড়কে
নদীতে ডেকেছে বান, জল হাসে
ফসলের মড়কে
নিজেদের পাতলুন সামলাতে পারে না
তারাই শাসন করে রাজ্য
চার পর্যন্তও গুনতে পারে না যারা
আট-পদ খানা তার ভোজ্য।
চাষী খোঁজে খদ্দের, পায় শুধু খিদে
তাঁতী ছেঁড়া জামা গায়ে ঘরে ফেরে সিধে
কি বলো তোমরা সব চিরকাল শুধু
এমনই তো ঘটে।

'একসেপসন অ্যাণ্ড দি রুল' নাটকের গান

১

এই যে একটা নদী
এর পদে পদে অনেক বিপদ পার হতে চাও যদি
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে দুটি লোক
একজনা চায় সাঁতার দিতে, অন্যে করে শোক
বলো কে সাহসী
একজনা তো জল পেরোলেই পাবে নতুন ডাঙা
হাত-পা মুছে খানা-পিনায় করবে শরীর চাঙা
আরেক জনার পায়ের নীচে শূন্য করে ধূ ধূ
এক বিপদের পরে নতুন বিপদ জোটে শুধু
বলো বীর কে বটে
নদীর সাথে লড়ে দু'জন কাঁধ মিলিয়ে কাঁধে
তাই বলে কি হবে জয়ী দুইজনা এক সাথে
ছি ছি তা হয় না
এ পারেতে আমি তুমি, আমরা দুটি ভাই
ও পারেতে আমি হবো ভাঙা কুলোর ছাই
বলো কেমন মজা।

চিল ছুঁড়লেই পাটকেল খাবে
সবাই জানে তাই
(কেবল) বোকা ভাবে বদলে যাবে
হয়তো নিয়মটাই
দুশ্মন দেবে তেষ্টায় জল
এমন ভালোবাসা
বুদ্ধিমানে কস্মিনকালেও
করে নাকো আশা।

আদালতের গান

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা
কোর্ট কাছারি জজেরা
যে মরেছে তার দোষ
কেউ কোরো না আফসোস
হাকিম সাহেব দিচ্ছে রায়
ছুরির ফলা ঝকমকায়
ছুরিতেই তো ধার ছিল
তবু পরেছ পরচুলো ?
শকুন উড়ছে আকাশে
খিদেয় দু'চোখ ফ্যাকাসে
আয়রে শকুন কাছে
অনেক খাবার আছে
আদালতের ভাগাড়ে
খেয়ে যা এক-নাগাড়ে
লুটের মালের নতুন দাম
লাভের কড়ি—রাধেশ্যাম ।

সুব্রত রুদ্র

গোর্কির জন্য এপিটাফ

এখানে শুয়ে
বস্তির রাষ্ট্রদূত
যে বর্ণনা করেছিলো মানুষের অত্যাচারিদের কথা
আর যারা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলো তাদেরও,—
যে শিক্ষা পেয়েছিলো রাজপথের বিশ্ববিদ্যালয়ে
নিচু ঘরে জন্মে যে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ
নিশ্চিহ্ন করার ব্রত নিয়েছিলো

মানুষের শিক্ষক
শিখেছিলো মানুষেরই কাছাকাছি থেকে।

গর্ব

যখন আমেরিকান সৈনিকটা আমাকে বললো
যে আহার-পুষ্ট মধ্যবিত্ত ঘরের জার্মান মেয়েদের
কেনা যায় তামাকের বদলে আর নিম্ন-মধ্যবিত্তদের
চকোলেটের বদলে
কিন্তু রুশের ক্রীতদাসদের কেনা যায় না
তখন আমি গর্বিত বোধ করলাম।

চীনের খোদাইকরা সিংহ সম্পর্কে

মন্দেরা ভয় পায় তোমার তীক্ষ্ণ নখকে
ভালোরা ভোগ করে তোমার মাধুর্য
এই কথা
আমি শুনতে চাই
আমার পদ্যের সম্বন্ধে।

আমি শুনি

আমি শুনতে পাই
আমার সম্বন্ধে বাজারে বলা হয়, আমার ঘুম অল্প
আমার শত্রুরা—ওরা বলে বাড়ি সাজাচ্ছে
আমার মেয়েমানুষেরা ভালো পোশাক পরছে
আমার পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে মেলা লোক
যাদের চেনা যায় অভাগাদের বন্ধু ব'লে।
শীঘ্রই তুমি শুনবে যে আমি খাচ্ছি না তবে
নতুন জামাকাপড় পরছি
তবে সবচেয়ে খারাপ এই যে : আমি বুঝতে পারি
আমি মানুষজনের সম্পর্কে হয়ে গেছি আরো কর্কশ।

বাণী

অন্ধকার দিনে
গান কি উঠবে বেজে ?
হ্যাঁ, গান থাকবে।
ওই অন্ধকার জুড়েই।

এই, তাহলে সব। এটাই যথেষ্ট নয়, আমি জানি
অন্ততঃ আমি বেঁচে আছি, তুমি দেখতে পারো :
আমি হচ্ছি সেই লোকটার মতো, যে একটি
ইঁট নিয়ে গিয়েছে দেখাতে
তার বাড়ি কত সুন্দর ছিলো একসময়।

বন্ধু

যুদ্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলো আমাকে।
এক নাট্যকার, বিচ্ছিন্ন করেছিলো আমার মঞ্চ-আঁকিয়ে বন্ধুর থেকে
যে শহরগুলোতে আমরা কাজ ক'রেছিলুম, তারা আর নেই।
যে শহরগুলো আছে সে-গুলোর মধ্যে দিয়ে যখন যাই
মাঝে-মাঝে বলি : ওই বৃষ্টি-ধোয়া নীলাকাশ
আমার বন্ধু আরো ভালো ক'রে সাজাতে পারতো।

শয়তানের মুখোশ

আমার দেয়ালে একটা জাপানী কোদাইকরা মূর্তি ঝুলছে,
একটা শয়তানের মুখোশ, তাতে সোনালি বার্ণিশ করা।
সমবেদনায় আমি লক্ষ্য করি কপালের বেরুনো শিরাগুলো, জানাচ্ছে
শয়তান হওয়ার কী ভীষণ যন্ত্রণা।

নেতারা যখন শান্তির কথা বলে

সাধারণলোক জানে
যে যুদ্ধ এসে যাচ্ছে।

নেতারা যখন যুদ্ধকে অভিশাপ দেয়
তার আগেই লেখা হ'য়েছে সৈন্য জড়ো করার আদেশ

দেয়ালে খড়ি দিয়ে লেখা

তারা যুদ্ধ চায়।
যে লিখেছিলো
সে ইতিমধ্যেই পরাস্ত।

আমি সবসময় ভাবতুম

সবসময় ভাবতুম : যে সবচেয়ে সরল কথাগুলোই
যথেষ্ট। আমি যখন বলি সব জিনিস কেমন—
সকলের হৃদয় নিশ্চয় ভেঙে যাবে।
যদি নিজের জন্যে সোজা হ'য়ে না-দাঁড়াও, তবে তুমি নেমে যাবে
তুমি নিশ্চয় সেটা দেখতে পাচ্ছো।

আমার দরকার নেই কোনো সমাধি-ফলক

দরকার নেই আমার কোনো সমাধি-ফলকের, কিন্তু
তুমি যদি আমার জন্যে একটা ফলক চাও
আমি চাই যে তার মধ্যে এই কথাগুলো উৎকীর্ণ হোক :
উনি আভাসে জানাতেন, আমরা
সেগুলোকে সমর্থন করতুম।
এইরকম একটি খোদিত লিপি
আমাদের সকলকেই দিত সম্মান।

ধোঁয়া

ওই ছোট্ট বাড়িটা গাছের মধ্যে হ্রদের পাশে।
চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে।
ধোঁয়া ছাড়া
সব কীরকম বিষণ্ণ হ'তো
বাড়ি, গাছ ও হ্রদ।

ভালো সময়, অপচিত

আমি জানতাম যে শহর তৈরি হচ্ছিল,
কোনো শহরে আমি যাইনি।
এটা সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপার, আমি ভাবিনি
ইতিহাসের কথা।
সে শহরের কী দরকার, যে শহর তৈরি হয়েছে
মানুষের গভীর জ্ঞান ছাড়া?

যিনি আমায় আশ্রয় দিলেন

যিনি আমায় আশ্রয় দিলেন
তিনি হারালেন তাঁর বাড়ি।
যিনি আমার জন্যে বাজালেন
কেড়ে নেওয়া হ'লো তাঁর বাজনাটি।

তিনি কী বলবেন
আমি এনেছি মৃত্যু
বা যারা তাঁর কাছ থেকে সব নিয়ে গেল
তারাই কী মৃত্যু আনে?

এখন আমাদের জয় ভাগ ক'রে নাও

তুমি ভাগ ক'রেছিলে আমাদের পরাজয়,—
এখন ভাগ করো আমাদের জয়ের।
তুমি আমাদের সাবধান করেছিলে, অন্যায়ের রাস্তা থেকে দূরে যেতে
আমরা চলেছি সেই পথে, তুমি আমাদের সঙ্গে চলেছিলে।

ঘটনা বদলায়

বুড়ো ছিলুম, আবার এক-এক মুহূর্তে ছিলুম যুবক,
বুড়ো ছিলুম ভোরে, যুবক যখন অন্ধকার এলো,
ছিলুম শিশু ডুবে যাচ্ছিলুম হতাশার স্মৃতিতে
আর এক বৃদ্ধ যে ভুলে যাচ্ছে নিজের নাম।

২

ছিলুম দুঃখী যৌবনে
দুঃখী তারও পরে
সুখী হবো কখন আমি
হয়তো হবো অবিলম্বে ভালো।

কথা বলবার সময় কিছু কান পেতে শুনুন

শিক্ষকমহাশয়, আপনি বলবেন না,—আপনি সর্বদা সঠিক।
ছাত্রদের এই সত্য বুঝতে দিন।
জোর ক'রে সত্যকে চাপিয়ে দেবেন না :
সেটি ভালো নয় সত্যের জন্যই।
কথা বলার সময় কিছু কান পেতে শুনুন।

ছোট্ট গান

১

একসময় এক ভদ্রলোক ছিলো
যে মদ খেতে শুরু করলো
যখন তার আঠারো বছর বয়েস—তার
ফলে সে হ'য়ে পড়লো অসুখী, হতাশ।
আশি বছর বয়েসে সে মারা গেল :
কিসের জন্যে—তা তো স্বচ্ছ, সহজ

২

একদা ছিলো এক শিশু

মারা গেল সে একবছর বয়েসে
অকালে⋯তাই সে
রয়েছে শুয়ে অনন্ত বিশ্রামে

সে কখনো খায়নি মদ, তা পরিষ্কার-
মারা গেল মাত্র একবছর বয়েসে।

৩
যা থেকে বোঝা যাচ্ছে
যে মদ নিপাট, নির্দোষ

আমার মাকে

মা যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন তাকে মাটির ভিতরে শুইয়ে দিল
তার ওপর ফুটছে ফুল, প্রজাপ্রতি দেখাচ্ছে ম্যাজিক
মা'র শরীর এত হালকা, মাটির ওপর যেন তার
কোনো চিহ্নই রইলো না
কত ব্যথা লেগেছে ওইরকম হালকা হ'য়ে উঠতে।

অজ্ঞাতনামার শোকসংবাদ

আবহাওয়ার কথা বলো
তার মৃত্যুতে ধন্য হও
যে,—কথা বলবার আগেই
নিজের কথা ফিরিয়ে নিত।

ক্যালেণ্ডারে এখনও দিনটি দেখানো হয়নি

প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি দিন
এখনও খালি আছে। এই এক দিনটি
ক্রশ্ চিহ্নের দাগ থাকবে।

হলিউড

প্রত্যেকদিন রোজগারের রুটি পেতে
আমি বাজারে যাই যেখানে মিথ্যে কেনাবেচা হয়
আশান্বিত হ'য়ে
আমি বিক্রেতাদের মাঝখানে আমার জায়গা নিই।

এম-এর জন্য এপিটাফ

হাঙর এড়িয়ে গেলুম আমি
বাঘেদের মারলুম
আমাকে খেয়ে ফেললো
ছারপোকায়।

যে যুদ্ধ আসছে

সেটা প্রথম যুদ্ধ নয়। তার আগেও
যুদ্ধ হ'য়েছিলো।

বিগত যুদ্ধ যখন শেষ হ'লো
তখন ছিলো বিজেতা ও পরাজিতরা।
পরাজিতদের মধ্যে সাধারণ মানুষ
অনাহারে ছিলো। আর জয়ীদের মধ্যেও
সাধারণ মানুষ ছিলো আহারবিহীন।

বিপ্লবী সৈনিকের গান

১

আমি, বিপ্লবের সৈনিক, জানি
আমি যেখানেই যাই তাতে কিছুই আসে যায় না।
যেখানে হোক একটা থাকার ঘর হ'লেই হ'লো।
যতই নোংরা বা অন্ধকার হোক, আমি কাজ চালিয়ে নেবো
এটা আমার দৃঢ়সিদ্ধান্ত যেখানে আমি রাখতে পারি
আমার বন্দুক, গুলি করার জন্যে তৈরি।

২

জায়গাটা কীরকম আমি তোয়াক্কা করি না
আমি সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পাই লোকের মধ্যে কীসের অভাব আছে
মোটামুটিভাবে জায়গাটা অত খারাপ নয়
শুধু, যারা ভাবে, যে তারা পথ দেখাতে পারে।
ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে সোজাসুজি
তাহলেই জীবন সব জায়গায় হবে সহনীয়।

৩

আমার বন্ধুত্বের দরকার নেই, কেননা
আমি আমার দলের কাছে তৎক্ষণাৎ খবর দিই।
ওরাই আমার বন্ধু, যে লোকগুলি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে

হয়তো আগে ওদের কোনোদিনই দেখিনি।
ওদের বন্ধু হিসেবে জানবো দিনে বা রাত্রে
কারণ ওরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লড়বার জন্যে।

৪

আমার বন্ধুরা বাইরে বেরিয়ে আমার জন্যে রুটি এনে দেবে
আমার মাথায় ওরা নতুন সংকেতগুলি পাঠাবে চিৎকার করে
তারা আমার আঘাতে পটি বেঁধে দেবে, কমাবে যন্ত্রণা
আর চিনিয়ে দেবে সেই দেয়ালের গর্তটিকে আবার
যাতে আমি সেখানে ফের ফিরতে পারি
যা আমাকে ছেড়ে যেতে হয়েছিলো এর আগেই।

৫

যদি অতদূর খোঁড়াতে খোঁড়াতে না ফিরতে পারি
যেখানেই আমরা থাকবো আমি লড়বো
আশপাশ দেখে জানবার চেষ্টা করবো
কীসে জয় হয় আর কীসে পরাজয়
সেইভাবে দেখলে যুদ্ধক্ষেত্রের অকথিত স্থান থাকে
যা, দখল ক'রে রাখে বিপ্লবের সৈনিক।

প্রার্থনা-সংগীত

১

একদিন এক বৃদ্ধা এসে হাজির হলো

২

তার রোজের রুটি নষ্ট হ'য়েছিলো

৩

সৈন্যরা যাওয়ার পথে বিদ্রূপ করলো ওটাকে

৪

তাই বৃদ্ধা নর্দমাতে পড়ে গেল, জমে বরফ হ'তে শুরু করলো

৫

আর ওখানেই তার খিদে চলে গেল।

৬

গাছের পাখিরা তাই সব ঘুমিয়ে পড়লো
এখন সব গাছের মাথায় শান্তি
সব পাহাড় চূড়ায় শুনতে পাবে
কদাচিৎ শ্বাসের ধ্বনি।

৭

তখন মৃত্যু-পরীক্ষকের সহকারী ওই পথে এলো

৮

বললো : বৃদ্ধা মেয়েটির একটা সার্টিফিকেট চাই

৯

ওরা ওকে কবর দিয়ে দিল, যার খিদে ছিলো বিরাট।

১০

তখন তার আর কিছুই বলার ছিলো না।

১১

শুধু ডাক্তার তার মৃত্যুর ধরন দেখে হাসলো।

১২

পাখিরাও গাছে ঘুমিয়ে পড়লো
এখন সব গাছের মাথায় শান্তি
সব পাহাড় চূড়ায় শুনবে না
শ্বাসের ধ্বনি।

১৩

তারপর একটি লোক সেই দিক দিয়ে এলো

১৪

অশুভ আঁচ পেয়ে জলকাদার মধ্যে হেঁটে গেল

১৫

সে রুখে দাঁড়ালো বৃদ্ধার শত্রুদের বিরুদ্ধে

১৬

সে বললো : মানুষকে তো খেতে হবে। তাই নয় কি?

১৭

গাছের পাখিরা তাই শুনে সব ঘুমিয়ে পড়লো

এখন সব গাছের মাথায় শান্তি

সব পাহাড় চূড়ায় শুনবে না

শ্বাসের ধ্বনি।

১৮

তখন হঠাৎ সেখানে এলো এক পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টার

১৯

সে বের করলো রবারের ডাণ্ডা

২০

লোকটার মাথার পিছনে বারবার আঘাত করতে লাগলো

২১

এরপর সেই লোকটারও কিছু বলার রইলো না

২২

ইন্‌স্‌পেক্‌টার চিৎকার ক'রে হাঁকলো যে আদেশ, তা হ'লো এই :

২৩

আর এখন সব পাখি ঘুমিয়ে পড়বে গাছে

এখন সব গাছের মাথায় চুপচাপ থাকবে

সব পাহাড় চূড়ায় শুনবে

কদাচিৎ শ্বাসের ধ্বনি।

২৪

তখন তিন দাড়িওয়ালা লোক সেই পথ ধরে এলো

২৫

তারা বললো : এই জিনিসটা একজন লোকের কাছে

ছেড়ে দেওয়া চলবে না

২৬

আর বলতেই থাকলো সেই কথা যতক্ষণ গুলির শব্দ

মৌমাছির মতন ভনভন ক'রে বাজছিলো

২৭
কিন্তু ক্রিমি তাদের মাংসের ভিতর দিয়ে চলে গেল
হাড়ের ভিতর
২৮
তখন সেই দাড়িওয়ালা লোকগুলির আর কিছুই বলার
রইলো না।
২৯
গাছের পাখিরা তাই সব ঘুমিয়ে পড়লো
এখন সব গাছের মাথায় শান্তি
সব পাহাড় চূড়ায় শুনতে পাবে
কদাচিৎ শ্বাসের ধ্বনি।
৩০
হঠাৎ আরো অনেক লোক সেপথ দিয়ে এলো
৩১
তারা সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলো,
৩২
কিন্তু সৈন্যরা উত্তর দিল মেশিনগান দিয়ে
৩৩
আর ওইসব লোকগুলির কিছু বলার রইলো না।
৩৪
কিন্তু ওদের কপালের আড়াআড়ি ভাঁজের রেখা পড়লো।
৩৫
গাছের পাখিরা তাই সব ঘুমিয়ে পড়লো
এখন সব গাছের মাথায় শান্তি
সব পাহাড় চূড়ায় শুনতে পাবে
কদাচিৎ শ্বাসের ধ্বনি।
৩৬
তারপর একদিন এক বিরাট লাল ভাল্লুক সেই পথে এলো

যা ভাল্লুকদের মানা দরকার

৩৮

কিন্তু তার গায়ে কোনো মাছি ছিলো না, আর গতকাল তার জন্মই হয়নি

৩৯

সে গাছের পাখিদের গিলে ফেললো।

৪০

তখন থেকে পাখিরা কর্কশ চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল;
এখন সব গাছের মাথায় আর শান্তি নেই
সব পাহাড় চূড়ায় শুনতে পাবে
অবশেষে কিছু শ্বাসের ধ্বনি।